শিবজীর চরিত্র।

অনুষ্ঠান।

ইতিহাসের পরমোপকারিতা-বিষয়ে বেদ ও পুরাণে নানাবিধ প্রমাণ-সত্ত্বেও আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা ভারতভূমির ইতিহাসপ্রতি যথেষ্ট অবহেলা করিয়াছেন; বিশেষতঃ বহুকালাবধি ভারতরাজ্য ম্লেচ্ছাধীন হইবাতে, বিজাতীয় দৃঢ় শাসন প্রযুক্ত এবং পুনঃ২ পরাজিত হওয়াতে নিরুদ্যম হইয়া, তথা স্বস্ব পরাধীনতার বৃত্তান্ত চিরস্মরণীয় করিতে অনিচ্ছুক থাকা প্রযুক্ত, ভারতরাজ্যে ম্লেচ্ছোন্নতি-সময়ের ইতিহাস রক্ষা করিতে তাঁহারা সম্যক্ শিথিলতা প্রকাশ করিয়াছেন। পরন্ত মহারাষ্ট্র ও রাজপুত্র জাতীয়েরা যবনাধীন হইয়াও স্বস্ব জাতীয় মহদ্ব্যক্তিদিগের মহত্ত্ব ও বলবীর্য্যের গরিমা প্রকাশ করণে বিরত হয়েন নাই; এবং অদ্যাপি চাঁদ প্রভৃতি মহাকবি-কৃত নানা ইতিহাস-গ্রন্থ তাঁহাদিগের মধ্যে প্রচলিত আছে। ঐ সকল গ্রন্থ মহারাষ্ট্র অথবা হিন্দী ভাষায় রচিত, এবং তাহাতে যে সকল মহাবীরদিগের বৃত্তান্ত এবং যেহ নানাবিধ যুদ্ধাদির বিবরণ বিবৃত আছে, তাহা বঙ্গদেশে যৎসামান্যরূপেও ব্যক্ত নাই; বিশেষতঃ মহারাষ্ট্রীয়েরা ম্লেচ্ছ-প্লাবিতা ভারতভূমিকে স্বাধীনা করিতে কি পর্য্যন্ত চেষ্টা করিয়াছিলেন, এবং তচ্চেষ্টার ফল বা কি অবধি

প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, গৌড়দেশে তাহার কিছুমাত্রও প্রকাশিত নাই। ঐ সকল মহচ্চেষ্টার আদিকারণ ম্লেচ্ছদ্রোহী মহাবীর শিবজী। তিনি প্রথমতঃ দক্ষিণ-দেশে যবনদিগের মূলোৎপাটন করত, মহারাষ্ট্র-রাজ্য পুনরায় স্থাপিত করেন; অতএব তাঁহার জীবনচরিত্র জনসমাজে অবশ্য আদরণীয় হইবে। এক্ষণে শিবজীর চরিত্র বর্ণনোপলক্ষে যে সমস্ত দেশ সর্ব্বদা উল্লিখিত হইবে, প্রথম অধ্যায়ে ঐ সকল দেশের বিবরণ বর্ণিত হইল।

প্রথম অধ্যায়।

দক্ষিণ দেশের বিবরণ।

হিন্দুদিগের পূর্ব্বাপর ব্যবহারানুসারে নর্ম্মদানদীর বামতট এবং মহানদীর দক্ষিণতট অবধি কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত সমস্ত ভূমির নাম দক্ষিণ-দেশ। যদিচ মুসলমানদিগের রাজ্য বহুকালাবধি কৃষ্ণানদীর দক্ষিণসীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত না হওয়াতে তাঁহারা কৃষ্ণানদীর বাম তটাবধি দক্ষিণ-দেশের সীমা করিয়াছিলেন, কিন্তু হিন্দুদিগের প্রাচীন ব্যবহারানুসারে দক্ষিণ-দেশের যে সীমা নিরূপিত আছে, তাহার বিসারণ বা সঙ্কোচ করিবার প্রয়োজন নাই। অতএব অস্মদাদির পূর্ব্বপরম্পরাসিদ্ধ সীমান্তর্ব্বর্ত্তি হইয়া আমরা এতৎস্থলে প্রস্তাবিত দেশের বর্ণন করিব।

প্রাচীন হিন্দুভূগোলবেত্তাদিগের মতে দক্ষিণ-দেশ পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত হয়; তদ্যথা, ১ গোণ্ডবন* ; ২ অন্ধ্র বা তৈলঙ্গ ; ৩ দ্রাবিড় ; ৪ কর্ণাট ; ৫ মহারাষ্ট্র। ঐ পাঁচ খণ্ডের সমষ্ট্যাখ্যা পঞ্চ-দ্রাবিড়। ঐ খণ্ড-পঞ্চকের সীমার বিশেষ এই, গোণ্ডবন-দেশের উত্তরসীমা মহা-নদী ; দক্ষিণসীমা তৈলঙ্গ ; পূর্ব্বসীমা উড়িষ্যা ; এবং পশ্চিমসীমা মহারাষ্ট্র। দ্বিতীয় ; তৈলঙ্গ-দেশের উত্তর সীমা গোণ্ডবন ; দক্ষিণসীমা দ্রাবিড় ; পূর্ব্বসীমা বঙ্গোপ-সাগর ; পশ্চিমসীমা কর্ণাট এবং মহারাষ্ট্র। তৃতীয় ; আসমুদ্র-পূর্ব্ব-ঘাট-পর্ব্বত হইতে মান্দ্রাজ এবং কোচীন-দেশ পর্য্যন্ত দ্রাবিড় দেশের সীমা। চতুর্থ ; মহারাষ্ট্র এবং তৈলঙ্গ দেশের দক্ষিণে পূর্ব্ব পশ্চিম ঘাটাখ্য পর্ব্বত ক্রোড়ান্তর্গত ভূমির নাম কর্ণাট। পঞ্চম ; পূর্ব্বোক্ত দেশের উত্তরাংশে নর্ম্মদানদীতট অবধি সমস্ত ভূমির নাম মহারাষ্ট্র।

যদিচ পুরাণাদি গ্রন্থে এবং লোক-ব্যবহারে এই পঞ্চ খণ্ডের নাম অদ্যাপি জাগরূক আছে, কিন্তু তাহাদের সীমার যথেষ্ট পরিবর্ত্তন হইয়াছে ; এবং উক্ত নাম-ধারিণী ভূমি এইক্ষণে নানাখণ্ডে বিভক্ত হইয়া নানা-বিধ নামে বিখ্যাত হইয়াছে। ঐ সকল খণ্ডের বিবরণ প্রচলিত ভূগোল-গ্রন্থে বিস্তৃত আছে ; অতএব এ স্থলে কেবল পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ খণ্ডের কিঞ্চিৎ স্থূলবিবরণ বর্ণনীয়

---

* কোন২ গ্রন্থে গোণ্ডবনের পরিবর্ত্তে গুর্জ্জর-দেশের উল্লেখ আছে।

গোণ্ডবন-দেশের বিবরণ।

গোণ্ড বা গোঁড়ানামক অসভ্য জাতির বাসস্থানের নাম গোণ্ডবন অর্থাৎ গোণ্ড বা গোঁড়বিশিষ্ট বন; এবং এতল্লক্ষণানুসারে নাগপুর, ছত্রিশগড়, দেবগড়, চান্দা, গড়া, মণ্ডল, মেহকুর, খেরলা প্রভৃতি দেশ সকলের সমষ্ট্যাখ্যাই গোণ্ডবন হইতে পারে; কিন্তু মুসলমানেরা ইহার সীমার বিস্তার করিয়াছেন, এবং অওরঙ্গজেব পাদশাহের সময়ে প্রয়াগ এবং বেহারের দক্ষিণস্থ, এবং বেরার, হৈদরাবাদ, ও উৎকলের উত্তরস্থ তথা বেহার এবং (বিদর্ভ) উৎকলের পশ্চিমস্থ, এবং প্রয়াগ, মালবা, খন্দেশ, এবং হৈদরাবাদের পূর্ব্বস্থ, ম্লেচ্ছাপরাজিত ভূমিসমূহের নাম গোণ্ডবন হইয়াছিল। এই চতুঃসীমান্তর্ব্বর্ত্তিনী ভূমি প্রায় ৪০০ জ্যোতিষীয় ক্রোশ দীর্ঘ এবং ২৮০ ক্রোশ প্রশস্ত।

এই দেশের অধিকাংশ বন ও পর্ব্বতে পরিপূর্ণ, অতএব ইহাতে প্রচুর শস্যের উৎপত্তি নাই, এবং তৎপ্রযুক্ত জনগণের বসতিও অত্যন্ত বিরল। ইহার স্থানেং জলকষ্টও আছে, এবং পীডারও প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হয়। ঐ সকল কারণ-বশতঃ এতদ্দেশ বহুদিবসাবধি স্বাধীন ছিল, এবং অদ্যাপি ইহার পার্ব্বত্যাংশ তত্রত্য গোঁড়দিগের অধীন আছে। নাগপুর প্রভৃতি ইহার উর্ব্বর-খণ্ড মুসলমানদিগের হস্তাধীন হইয়াছিল, এবং পরে মহারাষ্ট্রীয় রাজাদিগের অধীন হয়।

বঙ্গদেশের দক্ষিণ সীমা অবধি গোদাবরীর তট পর্য্যন্ত এক অত্যোচ্চ পর্ব্বত-শ্রেণী আছে, এবং এইক্ষণে গোঁড়জাতিরা তথায় বাস করে। ঐ জাতি অতি অসভ্য, এবং

কৃষিকর্ম্মে সম্যক্ অক্ষম। ইহারা মৃগয়াদ্বারা কালযাপন করে, এবং সময়২ শস্যলোভে তাহাদিগের সভ্য প্রতি-বাসিদিগের গ্রাম লুণ্ঠন করিয়া থাকে। ইহাদিগের হিন্দ্বভিমান আছে, তত্রাপি ইহারা গো ভিন্ন সকল পশুর মাংস ভোজনে তৎপর। লবণ এবং চীনীর লোভে প্রতিবাসি হিন্দু ও মুসলমানদিগের সহিত বাণিজ্য করিতে ইহাদিগের এইক্ষণে প্রবৃত্তি হইয়াছে; এবং ইংরাজদিগের রাজ্যবিস্তারে ইহাদের সভ্যতার বৃদ্ধি ও দেবোদ্দেশে মনুষ্য বলিদানাদি অর্পণরূপ কুব্যবহারের দমন হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা।

গোণ্ডবন-দেশ ২৪ খণ্ডে বিভক্ত; তদ্যথা—

১ চাণ্ডেল	৯ সিরগুজা	১৭ মণ্ডলা
২ বঘেলা	১০ উদয়পুর	১৮ গড়া
৩ বিলৌঞ্জা	১১ কূর্বা	১৯ মেহকুড়
৪ সিঙ্গ্রোলা	১২ চসঃপুর	২০ খৈরলা
৫ রাজা চোহান	১৩ গঙ্গপুর	২১ গোণ্ডবন
৬ মানরস	১৪ সম্বলপুর	২২ নাগপুর
৭ কানুরুদি	১৫ শোণপুর	২৩ চান্দা
৮ সোহাগপুর	১৬ ছত্রিশ গড়	২৪ বস্তার

তৈলঙ্গ দেশের বিবরণ।

তৈলঙ্গ-দেশকে পুরাণে অন্ধ্র শব্দে ব্যাখ্যা করে; এবং কখনং ইহার নাম কলিঙ্গ শব্দেও উক্ত হইয়াছে; কিন্তু ঐ শব্দ সমুদ্র-তট বাচ্য, এবং শাস্ত্রে তিন কলিঙ্গ উক্ত আছে, অতএব, ইহা কোন এক বিশেষ দেশের নাম হইতে পারে না।

তৈলঙ্গ-দেশে যে ভাষা ব্যবহৃত হয় তাহার নাম তেলেগু, কিন্তু সাধারণ লোকেরা ঐ ভাষাকেও তৈলঙ্গ শব্দে কহে। পূর্ব্বে এই দেশে অনেক উত্তম বস্ত্র প্রস্তুত হইত, এবং অদ্যাপি মছলীবন্দরের ছীট জগৎপ্রসিদ্ধ আছে। তত্রত্য লোকেরা সুবীর্য্যবান্ এবং তাহারা ইংরাজদিগের সাহায্যে প্রথম অস্ত্র ধরিয়াছিল। এইহেতু অদ্যাপি অনেকে এতদ্দেশীয় পদাতিক সৈন্যকে "তিলঙ্গা" শব্দে কহে, এবং অযোধ্যা রাজ্যের পদাতিক সৈন্যের নাম "তিলঙ্গা" হইয়াছে।

ইংরাজি-ভূগোল-বৃত্তান্তে তৈলঙ্গদেশের নাম ব্যবহৃত নাই; এবং তত্রস্থ দেশ-সকলকে সিকাকোল, বিজিগাপত্তন, ওয়ারঙ্গোল, বিদর, গোলকন্দা, নেলোর, রাজমুন্দ্রী, মছলীবন্দর ইত্যাদি নামসমূহ দ্বারা ব্যক্ত করে।

দ্রাবিড় দেশের বিবরণ।

দ্রাবিড়দেশের সীমা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। ঐ সীমান্তর্বর্ত্তি যে সকল দেশ আছে তাহাতে অনেক ভিন্ন২ জাতি বাস করে, কিন্তু ইহাদের সকলের মধ্যে এক ভাষা ব্যবহৃত হয়। ঐ ভাষার নাম তামুল। ব্যবহার ভেদে স্থানে২ এই ভাষার অন্যথা হইয়াছে, এবং ঐ অন্যথানুসারে ইহা তিন শ্রেণীতে নির্দ্দিষ্ট হয়। দ্রাবিড় দেশের পূর্ব্বভাগে ব্যবহৃত ভাষার নাম তামুল, উহার দক্ষিণভাগে ব্যবহৃত ভাষার নাম তুলুব, এবং তাহার পশ্চিম প্রদেশের ভাষার নাম মলয়লম্।

পূর্ব্বে দ্রাবিড়দেশ পাণ্ড্য, চোল এবং চের এই তিন

রাজবংশ-দ্বারা শাসিত ছিল। চোল বংশীয় রাজারা দ্রাবিড়, তাঞ্জোর, ত্রিকণপল্লী প্রভৃতি দেশের উত্তরভাগ শাসন করিতেন; মাদুরা অবধি দক্ষিণভাগ পাণ্ড্যবংশের রাজ্য; এবং কেরল, কাঞ্জিবিরাম, সালিম ইত্যাদি দক্ষিণ-পশ্চিম প্রদেশ-সকল চেরদিগের অধিকার। এই দক্ষিণ-পশ্চিম প্রদেশের নব্য নাম মলবার। ঐ মলবার দেশের লোকেরা পঞ্চ শ্রেণিতে বিভক্ত; তদ্যথা; ১, ব্রাহ্মণ, তাহাকে মলবার দেশস্থ লোকেরা নাম্বুরী শব্দে কহে; ২, নায়র, ইহারা ভূম্যধিকারী; ৩, তেয়র, অর্থাৎ চাসী; ৪, মালিয়র, অর্থাৎ বাদ্যকর ও শিল্পকর, এবং ৫, পোলিয়ার, অর্থাৎ ক্রীতদাস। নায়রদিগের মধ্যে উদ্বাহ-সম্বন্ধীয় এক আশ্চর্য্য ব্যবহার প্রচলিত আছে। তাহারা অল্পকালেই বিবাহ করে; কিন্তু স্বস্ব স্ত্রীর সঙ্গে কদাপি সহবাস করে না, এবং তৎস্ত্রীজাত অপত্যদিগকে আপন উত্তরাধিকারি-মধ্যে গণ্য না করিয়া, আপনাদিগের বিষয় সম্পত্তি স্বস্ব ভাগিনেয়কে প্রদান করে। স্ত্রীলোকেরা বিবাহান্তে আপনং পিতৃগৃহে বাস করত দেশ ব্যবহারানুসারে সমপদস্থ নায়ক-সহ কাল-যাপন করে। নায়রজাতি যথার্থ শূদ্র, অথচ ইহাদের ক্ষত্রিয়াভিমান আছে।

কর্ণাট দেশের বিবরণ।

কৃষ্ণানদীর দক্ষিণ ও পূর্ব্ব পশ্চিম ঘাট-মধ্যগত ত্রিকোণ-মণ্ডল ভূমির নাম কর্ণাট। মুসলমান ও ইংরাজ ভূগোলবেত্তারা এই ভূমিকে দক্ষিণ দেশ-মধ্যে গণ্য করেন না; এবং তাঁহার সীমারও পরিবর্ত্তন করিয়া-

ছেন। তাঁহাদের মতে কৃষ্ণানদীর উত্তর-তট দক্ষিণ-দেশের সীমা, এবং উক্ত নদীর দক্ষিণস্থ ও পশ্চিম ঘাট-পর্ব্বতের পূর্ব্বস্থ সমস্ত ভূমির নাম কর্ণাট। এই ভূমিকে তাঁহারা দুই খণ্ডে বিভাগ করেন; তন্মধ্যে যে সমস্ত ভূমি পূর্ব্ব ও পশ্চিম-ঘাটাখ্য-পর্ব্বতদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তি তাহা "বালাঘাট" এবং যাহা পূর্ব্বঘাটের পূর্ব্বে সমুদ্র-তটস্থ তাহা "পাইনঘাট" নামে বিখ্যাত। বালাঘাট শব্দের অর্থ ঘাটের উপর এবং পাইন্‌ঘাট, ঘাটের নিম্ন। শেষোক্ত স্থানকে প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে দ্রাবিড শব্দে কহিয়াছেন; এবং পূর্ব্বপত্রে আমরাও তদ্রূপ লিখিয়াছি; কিন্তু ইংরাজী গ্রন্থে দ্রাবিড় দেশের উল্লেখ নাই, এবং তদ্দেশ পাইনঘাট নামে প্রসিদ্ধ আছে।

কোন২ গ্রন্থকারেরা কর্ণাট দেশকে তিন খণ্ডে বিভক্ত করেন, তদ্যথা; ১, দক্ষিণকর্ণাট; কুমারিকা অন্তরীপ অবধি কোলরূণ নদীর দক্ষিণতট পর্য্যন্ত তাহার সীমা। ২, মধ্যকর্ণাট; তাহার দক্ষিণসীমা কোলরূণ নদী এবং উত্তরসীমা পেন্নার নদী। ৩, উত্তরকর্ণাট; ইহার দক্ষিণসীমা পেন্নার নদী এবং উত্তরসীমা কৃষ্ণা নদী। তাঞ্জোর, ত্রিকণপল্লী, মাদুরা, ত্রাঙ্কুবার, নাগাপত্তন, তিন্নিবেলী এবং নাগোর নামক নগরসকল দক্ষিণকর্ণাটভুক্ত। মান্দ্রাজ, পণ্ডিচেরী, আর্কট, ওয়ালাজাবাদ, বেলোর, কঞ্জিবিরাম, চিঙ্গেলিপট্‌, গিঞ্জি, পলিকট, চন্দ্রগিরি, বাঙ্গলোর ইত্যাদি নগরসকল মধ্যকর্ণাটের অন্তর্গত। অঙ্গোল, কারবারি, সামগ্রান ইত্যাদি নগরসকল উত্তরকর্ণাট দেশের অন্তঃপাতি।

কর্ণাটদেশে অনেক বেগবতী নদী আছে। তাহারা

সকলেই পশ্চিমঘাট * নামক পর্ব্বতে উৎপন্ন হইয়া পূর্ব্বাভিমুখে কিয়দ্দূর গমন করত বঙ্গোপসাগরে মিলিত হয়। ঐ সকল নদীর মধ্যে পেন্নার কোলরূণ, পলার, ব্যাগরু ও গুন্দিগম, নদীসকলই প্রসিদ্ধ।

মহারাষ্ট্র দেশের বিবরণ।

পঞ্চম দ্রাবিড়ের নাম "মহারাষ্ট্র;" তৈলঙ্গ এবং গোণ্ডবনের পশ্চিমে ও চান্দোর পর্ব্বত এবং কৃষ্ণানদীর মধ্যস্থলে তাহার স্থিতি। এই সীমান্তর্গত ভূমিতে একমাত্র ভাষা প্রচলিত আছে; তাহার নাম, মহারাষ্ট্র। পূর্ব্বকালে এই সমস্ত ভূমি পৃথক্ রাজ্য ছিল; অধুনা খণ্ড২ হইয়া নানা নামে বিখ্যাত হইয়াছে। দেশ-সম্বন্ধে মহারাষ্ট্র নাম একেবারে লুপ্ত হইয়াছে; কুত্রাপি কিঞ্চিন্মাত্র ভূমি নাই যাহা স্বতন্ত্র মহারাষ্ট্র শব্দে বিখ্যাত হয়।

মহারাষ্ট্রদেশের যে সীমা উক্ত হইল তন্মধ্যে ১,০২,-০০০ চতুরস্র ক্রোশ ভূমি আছে, এবং তাহার প্রজাসঙ্খ্যা ৬০,০০,০০০। ঐ সকল মনুষ্য মহারাষ্ট্র নামে বিখ্যাত; পরন্তু ভারতবর্ষের অন্যত্রের হিন্দুর ন্যায় তাহারাও ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি বর্ণচতুষ্টয়ে বিভক্ত; এবং ধর্ম্ম ও বর্ণাচার বিষয়ে অপর হিন্দুদিগের তুল্য। মহারাষ্ট্রের স্থানে২ শাস্ত্রোক্ত ব্রাহ্মণাদি বর্ণ ব্যতীত কোল, ভিল্ল, মাওলী প্রভৃতি অপর কতকগুলি বর্ণ আছে, পরন্তু তাহাদের কোন বিশেষ লক্ষণ এস্থলে নির্দ্দিষ্ট করিবার প্রয়োজন নাই।

ভারতবর্ষের পশ্চিম পার্শ্বের অবস্থা যাঁহাদের জানা

---

* এই পর্ব্বতের অপর নাম সহ্যাদ্রি।

আছে তাঁহাদের অনায়াসেই উপলব্ধি হইতে পারিবেক যে আমরা যে ভূমির উল্লেখ করিতেছি তাহা সহ্যাদ্রি-দ্বারা দুই খণ্ডে বিভক্ত। তাহার যে খণ্ড সহ্যাদ্রির পশ্চিমে স্থিত তাহার নাম কণখল। পুরাণে কথিত আছে যে পূর্ব্বকালে পরশুরাম ঠাকুর বসুন্ধরাকে নিঃ-ক্ষত্রিয় করিয়া সমস্ত ভারতভূমি ব্রাহ্মণে সমর্পণ করেন, ও স্বয়ং তৎকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া আপন আবাসের নি-মিত্ত সমুদ্রের নিকট কিঞ্চিৎ স্থান প্রার্থনা করেন। সমুদ্র এই প্রার্থনায় অসম্মত হইলে, ভৃগুসন্তান মহাকোপে সহ্যাদ্রি-শিখরোপরি দণ্ডায়মান হইয়া এক ভয়ঙ্কর বাণ সন্ধান করিয়াছিলেন। সমুদ্র ঐ বাণের ভয়ে যে পর্য্যন্ত পলায়ন করেন তৎতাবৎ শুষ্ক হইয়া কণখল নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। এই গল্পে বোধ হয় কণখল প্রদেশ নূতন-সম্ভূত, ভারতভূমির অন্য প্রদেশের সমকালে জাত নহে।

এই ভূমির প্রশস্ততা সর্ব্বত্র তুল্য নহে; পরন্তু কুত্রাপি ২০।২২ ক্রোশের অধিক হইবেক না। অপর ইহার প্রা-কৃতাবস্থাও সর্ব্বত্র সম নহে; কুত্রাপি উচ্চ, কুত্রাপি নীচ কুত্রাপি পর্ব্বত পূর্ণ, কোথাও বনে আকীর্ণ, কোন স্থান বা বাদার ন্যায় জলে পরিপূর্ণ। গ্রীষ্মকালে ঐ স্থান-সকল তৃণহীন শুষ্ক বোধ হয়; পরে বর্ষার প্রারম্ভ হই-লেই নদীসকল প্রসারিত হইয়া প্রভূত জলে সর্ব্বত্র আ-বৃত করিয়া ফেলে। অপর কণখলের অধিকাংশ পা-র্ব্বত্য; তদুপরি অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ শিলাময় পথও প্রস্তুত রাখা দুষ্কর; সুতরাং বর্ষাকালে এই প্রদেশ অত্যন্ত দুর্গম হয়। অপর বর্ষার প্রারম্ভে ও পরিশেষে এস্থলে বিদ্যুৎ বজ্রাঘাতও অত্যন্ত ভয়ঙ্কর হইয়া থাকে

কাঁখলের পূর্ব্বে সহ্য পর্ব্বত; তদনন্তর পুনা, সেতারা, বিজয়পুর, সোলাপুর, পৈঠন, দৌলতাবাদ, নাসিক্ প্রভৃতি মহারাষ্ট্র-দেশ-সকল আছে। তাহার বিশেষ বিবরণ এস্থলে প্রয়োজনীয় নহে। এই সকল দেশমধ্যে নর্ম্মদা, তাপ্তী, গোদাবরী, বীমা, কৃষ্ণা, নীরা, মান প্রভৃতি কএকটি নদী আছে; তদ্দ্বারা মহারাষ্ট্র-দেশ প্রচুর-শস্যশালী হইয়া থাকে। অপর তাহাদের জল বিশেষ স্বাস্থ্যকর, তৎসেবনে মহারাষ্ট্রীয়েরা বিশিষ্ট বল ও শৌর্য্য-সম্পন্ন হয়, এবং তাহাদের অশ্ব সকলও সেই গুণের ফলভাগী হইয়া থাকে। বিশেষতঃ যে সকল অশ্ব গোদাবরী, নীরা ও মান নদীর তটে জন্মে, তাহারা বলবীর্য্য ও সহিষ্ণুতা-শক্তিতে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ, এবং তদ্ধেতুক গঙ্গথরী* নীরথরী ও মান-দেশের অশ্বসকল ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র বিখ্যাত হইয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

শিবজীর বংশ ও জন্মাদির বিবরণ।

শিবজী অদ্বিতীয় রণপণ্ডিত এবং হিন্দুদিগের গৌরবাস্পদ ছিলেন; তাঁহাকর্ত্তৃক দুর্দ্দান্ত যবনদিগের দম্ভ বিমর্দ্দিত হইয়াছিল; ইদানীন্তন তিনিই সূর্য্যবংশের গৌ-

---

* মহারাষ্ট্রীয়েরা গোদাবরী নদীকে গঙ্গা শব্দে ও তাহার তটজাত অশ্বকে গঙ্গথরী অশ্ব শব্দে কহে। নীরানদীর তটজাত অশ্ব নীরথরী।

ত্রব পুনরুদ্দীপ্ত করেন : তদীয় বুদ্ধিকৌশলেই মহারাষ্ট্র-দেশ মুশলমানদিগের হস্তহইতে উদ্ধৃত হইয়া সূর্য্যবংশীয় হিন্দুরাজার স্নেহে প্রতিপালিত হয়, অতএব তাঁহার জীবন-বিবরণ পাঠকদিগের সমাদরণীয় হইবে ইহা অবশ্যই সম্ভাবনীয়।

শিবজীর জন্মের কিয়ৎকাল পূর্ব্বে দক্ষিণ-দেশ তিন পৃথক্ রাজ্যে বিভাজিত ছিল। ঐ রাজ্যত্রয়ের রাজপাট অহমদ্‌নগর গোলকণ্ডা এবং বিজয়পুরে সংস্থাপিত থাকাতে ঐ নামেই রাজ্যগুলিনও বিখ্যাত হয়। যদিচ ঐ সকল রাজ্যে যবনদিগের রাজারা আধিপত্য করিতেন, তত্রাপি তথায় মহারাষ্ট্রীয় হিন্দুরা নিতান্ত অবমানিত হয়েন নাই। তথাকার প্রাচীন-বংশীয় অনেকে প্রধানং রাজকর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। অপরে প্রসিদ্ধ রাজা জমিদার বা কেল্লাদার নামে বিখ্যাত হন। ঐ সকল প্রধান ব্যক্তিদিগের মধ্যে ইংরাজী ষোড়শ শতাব্দীর শেষে অহমদ্‌নগরে যদুরায় দেশমুখ অতি-শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য ছিলেন। তিনি দেবগড়ের রাজগোষ্ঠীজাত এবং দশ সহস্র অশ্বের নায়ক বলিয়া নিজামশাহি* রাজ্যের প্রধান জায়গীর ভোগ করিতেন।

তৎকালে উক্ত দেশে ভোঁসলা নামা অপর এক প্রধান বংশ বাস করিত; তাহার আদিপুরুষ সুজন সিংহ। মিবারাধিপতি অজয় সিংহের পিত্রাদেশ ছিল যে তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হইলে তাঁহার জ্যেষ্ঠের পুত্র রাজ্য প্রাপ্ত হইবেক। তৎপরে ঐ ভ্রাতুষ্পুত্র হামীর আপন বীর্য্যে যবনহইতে চিতোর নগরের উদ্ধার করিলে তিনিই

---

* অহমদ্ নগর রাজ্যের অপরাভিধান।

রাজ্য প্রাপ্ত হন, এবং অজয় সিংহের জ্যেষ্ঠপুত্র সুজন সিংহ দেশ-বহিষ্কৃত হইয়া দক্ষিণদেশে আপন সৌভাগ্য-বীজ রোপিত করেন; পরন্তু তাহাতে তাঁহাকে জায়গীর-দার হইয়াই থাকিতে হইয়াছিল। তাঁহার পুত্র দিলীপ-জী কোন বিশেষ সৎকর্ম্মে পারক হয়েন নাই; তাঁহার প্রপৌত্র বাবাজী ভোঁসলা*। তিনি দৌলতাবাদের নিকট বিরোল-গ্রামে বাস করিতেন। তাঁহার পুত্র মল্লো-জী (মল্লজী) এবং বিত্তোজী (বিত্তজী)। ইহাঁরা উভয়েই অল্পসঙ্খ্যক অশ্বারোহী সেনার নায়ক ছিলেন। অহমদ্-নগরের অধিপতি মূর্ত্তিজা নিজাম শাহের অধীনে ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দে যদুরায়ের অনুগ্রহে মল্লোজী সৈন্য-কর্ম্মে নিযুক্ত হন। যদিচ তাঁহার সঙ্গতি তাদৃশ ছিল না, তত্রাপি প্রসিদ্ধ দেশমুখ জগপাল রায় নায়ক নিম্বালকরের দুহিতা দীপা বাঈর পাণিগ্রহণ করাতে সর্ব্বত্র সম্মানিত ছিলেন। তাঁহার গেহিনী বহুকাল বিলম্বে ১৫৯৪ খ্রীষ্টাব্দে শাহ শরীফ নামা জনৈক পীরের আশীর্ব্বাদে পুত্রবতী হয়েন, এই প্রযুক্ত তাঁহার জ্যেষ্ঠ-পুত্র শাহজী এবং দ্বিতীয় পুত্র শরীফ জী নামে খ্যাত হয়েন।

১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দে দোলযাত্রার উপলক্ষে মল্লোজী পঞ্চম বর্ষীয় বালক শাহজীকে সমভিব্যাহারে লইয়া যদুরায়ের ভবনে গমন করিয়াছিলেন। তথায় দেশাচারানুসারে অল্পবয়স্ক বালক-বালিকা-সকল একত্র হোলীখেলা করিতেছিল; শাহজী তাহাদিগের সহিত ক্রীড়ায় আসক্ত হইলেন। ক্ষণবিলম্বে যদুরায় তথায় উপস্থিত হইয়া শাহজীর বদনশ্রী নিরীক্ষণে সাতিশয় সন্তুষ্ট হন; এবং

* টড সাহেবের গ্রন্থে এই বংশাবলী অন্য প্রকারে বর্ণিত আছে।

কৌতুকচ্ছলে সুকুমারী স্বকীয় কুমারীকে সম্বোধন করিয়া শাহজীর প্রতি অঙ্গুলী-নির্দ্দেশ-পূর্ব্বক কহিলেন "দেখ কুমারি! তোমার কেমন বর আসিয়াছে।" ঐ সময়েই উহারা পরস্পরের গাত্রে ফাগ দেওয়াতে সকলেই হাস্য করিয়া উঠিল। যদুরায়ের ঐরূপ বাক্যে মল্লোজী সাহস প্রাপ্ত হইয়া তত্রস্থ ব্যক্তিবর্গকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "দেখ অদ্য যদুরায় আমার পুত্রকে নিজ নন্দিনীর পাণি দান করিবেন, স্বীকার করিলেন। এ বিষয়ে তোমরা সকলেই সাক্ষী রহিলে"। যদুরায় মল্লোজীর ঈদৃশ অসঙ্গত বাক্যে বিস্মিত ও বিরক্ত হইয়া স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। কিন্তু মল্লোজী মনেং স্থির-সঙ্কল্প করিলেন, যে উপায়ে হউক এই বিবাহ-সম্বন্ধ অবশ্যই সাব্যস্ত করিতে হইবে।

মল্লোজী ইহা স্থির জানিতেন যে যদুরায়ের পদ ও বংশমর্য্যাদা অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট; কিন্তু ধন-সম্পত্তিশালী হইতে পারিলে সকল বাধাই যে অতিক্রম করিতে পারা যায় ইহাও তদীয় অন্তঃকরণে স্থির-সিদ্ধান্ত ছিল. সুতরাং তিনি সর্ব্বাগ্রে ধন-সম্পন্ন হইবার বিশিষ্ট চেষ্টা পাইতে লাগিলেন; এবং অল্পকালমধ্যেই কোন গুপ্ত উপায়ে বিলক্ষণ সম্পত্তিশালী হইয়া উঠিলেন। তখন দেখিলেন যে তাঁহার কোন একটী বিশিষ্ট মান্য পদ না থাকা অভিপ্রেত সিদ্ধির প্রবল প্রতিবন্ধক রহিয়াছে। তাঁহার এই প্রতিবন্ধকও অধিক দিন রহিল না। তিনি প্রকৃতি-সিদ্ধ অধ্যবসায়-বলে অবিলম্বেই রাজসন্নিধানে পঞ্চসহস্র তুরগারোহী সৈন্যের অধ্যক্ষপদে অভিষিক্ত হইয়া সিউনেরী ও চাকন্ নামক দুর্গদ্বয়ের কর্ম্মকর্ত্তা হই

লেন। অপর পুনা ও সোপা পরগনার জায়গীর এবং রাজা উপাধি প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বত্র বিখ্যাত হইয়া উঠিলেন। তখন যদুরায়ের অন্তঃকরণে আর কিছুমাত্র আপত্তি রহিল না; অতএব তিনি শাহজীর সহিত নিজ নন্দিনী জিজী বাঈয়ের পরিণয় ব্যাপার মহাসমারোহে সম্পাদিত করিলেন।

কিয়ৎকাল পরেই যখন যদুরায় মোগলদিগের সহিত মিলিত হয়েন তখন নিজ জামাতা শাহজীকেও সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। তথায় তরুণবয় শাহজী অসামান্য সমরনৈপুণ্য প্রকাশ করিয়া অল্পকাল মধ্যেই বিখ্যাত হন। কিন্তু তিনি মোগলদিগের সহিত অধিক-কাল তথায় অবস্থান করেন নাই। বিজয়পুরের রাজমন্ত্রী মুরার পন্থ শাহজীর অসাধারণ সমরপারদর্শিতা-সন্দর্শনে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া স্বকীয় স্বামী মুহম্মদ আদিল শাহের নিকট তাঁহার যথেষ্ট প্রশংসা করেন; এবং রাজাজ্ঞানুসারে তাঁহাকে সমধিক পুরস্কার প্রদান করিয়া আত্ম-পক্ষে লইয়া যান। সেই অবধিই শাহজী পৈতৃক সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের ভার কতিপয় বিশ্বস্ত লোকের হস্তে সমর্পণ করিয়া বিজয়পুরের রাজার অধীনে কর্ম্ম করিতে লাগিলেন।

জিজী-বাঈয়ের গর্ভে শাহজীর দুই পুত্র হয়; প্রথম পুত্রের নাম শাম্বজী, দ্বিতীয় পুত্রের নাম শিবজী। ১৬২৭ খ্রীষ্টাব্দে যে সময়ে দেশের চতুঃপার্শ্বস্থ রাজগণ পরস্পর হিংসা দ্বেষ বিবাদ ও কলহের কোলাহলে উন্মত্ত ছিলেন, এবং প্রবল সমরানল দেশের প্রায়ঃ সকল স্থলেই প্রজ্বলিত হইয়াছিল, সেই ঘোর ভয়াবহ সময়ে

জ্যেষ্ঠমাসে সিউনেরী দুর্গে শিবজীর জন্ম হয়। জিজী-বাঈয়ের বান্ধবগণ অচিরজাত শিশুর মনোহর রূপ সুন্দর গঠন ও শরীরে রাজলক্ষণসকল নিরীক্ষণ করিয়া যথোচিত আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। জিজীবাঈ সুলক্ষণাক্রান্ত শিবজীকে অতিযত্নপূর্ব্বক লালন পালন করিতেন; বিশেষতঃ তৎকালে মুসলমানদিগের সহিত অত্যন্ত বৈরিতা থাকাতে, শিবজী পাছে শত্রুহস্তে পতিত হন এই আশঙ্কায় তাঁহাকে সতত সাবধানে রাখিতেন।

শাহজী যে অবধি মোগল-দল পরিত্যাগ করিয়া বিজয়পুরে গমন করিয়াছিলেন, সেই অবধিই শ্বশুরবংশীয়দিগের সহিত তাঁহার সাতিশয় অপ্রণয় হয়। পরে ১৬৩০ খ্রীষ্টাব্দে মোহিতে-বংশীয় এক কন্যার পাণিগ্রহণ করাতে ঐ অপ্রণয় অতিশয় উত্তেজিত হইয়া উঠে। এই নিমিত্তই জিজীবাঈ একান্ত অভিমানিনী ও নিতান্ত রোষপরতন্ত্রা হইয়া কনিষ্ঠ পুত্র শিবজীকে সমভিব্যাহারে করিয়া পিতৃমন্দিরে গিয়া অবস্থিতি করেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র শাম্বজী পিতার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন; একারণ তিনি তাঁহারই সহচর হইয়া থাকিতেন।

এই কাল অবধি ক্রমাগত সাতবৎসর শিবজীর পিতৃসহ সাক্ষাৎ হয় নাই। ১৬৩৬ খ্রীষ্টাব্দে যখন শাহজী মুরার-পন্তের সহিত বিজয়পুরে গমন করেন তখন জিজীবাঈকে সঙ্গে লইয়া যান; কিন্তু তিনি স্বামীর নিকট অধিক কাল অবস্থান করেন নাই। নিম্বালকরের দুহিতা শুইবাঈর সহিত শিবজীর বিবাহ হইলে পর, তিনি পুত্র ও পুত্রবধূ লইয়া পূনা নগরে গিয়া বাস করেন। শাহজী তাহা-দিগের তত্ত্বাবধারকতা ও আপন-জায়গীর সম্পর্কীয় যা

এবং কার্য্য-নির্ব্বাহের ভার দাদাজী কোণদেও নামক এক জন ব্রাহ্মণকে সমর্পিত করিয়া স্বয়ং কর্ণাটপ্রদেশে যুদ্ধযাত্রা করেন।

দাদাজী কোণদেও রাজস্ব-ব্যবস্থাপনাদি ব্যাপারে যথার্থ উপযুক্ত ছিলেন। তিনি পূনায় থাকিয়া যে সকল স্থানের অধ্যক্ষতা করিতে লাগিলেন সেইই স্থানেই কৃষির আতিশয্য ও লোকসঙ্খ্যার সমধিক বৃদ্ধি হইতে লাগিল। কর্ণাটে যুদ্ধজয় হওয়াতে শাহজী ইন্দ্রপুর ও বরামতী পরগনা তথা নিকটবর্ত্তি মাওল নামক কতকগুলি উপত্যকা স্থান জায়গীর স্বরূপে প্রসাদ প্রাপ্ত হন।

মাওল উপত্যকাবাসি লোকদিগের বৃত্তান্ত অত্যন্ত বিস্ময়কর। তাহারা পরিশ্রমী বলবান্ ও যৎপরোনাস্তি দুঃখসহিষ্ণু। তাহারা সংবৎসর অবিরত পরিশ্রম করিয়াও পর্য্যাপ্তরূপ আহার দ্রব্য সংগ্রহ করিতে পারিত না। সেইস্থানে ভয়ঙ্কর জন্তু হইতে আত্মরক্ষার্থ অস্ত্র-শস্ত্র ব্যবহার করিত; কিন্তু তাহাদিগের বস্ত্রাদি অন্যান্য উপভোগ্য দ্রব্য প্রায়ঃ কষ্টলব্ধ ছিল। তাহাদিগের কুটীরসকল এত অপকৃষ্ট ছিল যে তাহাতে বাত ও হিমের ক্লেশ প্রায় কিছুই নিবারণ হইত না। দাদাজী কোণদেও তাহাদিগকে জীবিকা-নির্ব্বাহের সুন্দর পথ প্রদর্শন করিয়া অনেক অংশে তাহাদিগের দুঃখের হ্রাস ও সুখের বৃদ্ধি করিয়াছিলেন; সুতরাং মাওল স্থান নিবাসীমাত্রেই প্রায়ঃ দাদাজীর একান্ত ভক্ত হইয়া উঠিল, এবং অনেকেই অতি সামান্য বেতনে তাঁহার অধীনে নিযুক্ত হইয়া স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট কার্য্যসমস্ত অতিবিশ্বস্ত ও সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিতে লাগিল।

শিবজীর শিক্ষাকার্য্যের ভার দাদাজীর উপরেই সমর্পিত ছিল, সুতরাং তিনি শিবজীকে তৎকাল প্রচলিত শস্ত্রাদি বিদ্যায় অতি সুশিক্ষিত করিয়াছিলেন। প্রধানং মহারাষ্ট্রীয়েরা লেখা পড়া শিক্ষা করা আপনাদিগের পক্ষে আবশ্যক বলিয়া বোধ করিতেন না; তাহা কেবল কারকুনদিগেরই কার্য্য, তাঁহাদের এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। এই প্রযুক্তই শিবজী কিছুমাত্র লেখা পড়া শিক্ষা করেন নাই। এমন কি তিনি আপনার নাম পর্য্যন্তও লিখিতে পারিতেন না। অন্যান্য দেশে শাস্ত্রবিদ্যার ন্যায় মহারাষ্ট্রদেশে শস্ত্রবিদ্যার অত্যন্ত গৌরব ছিল; এবং অতিশৈশবাবধিই বালকেরা অশ্বে আরোহণ করিতে সুচারুরূপে শিক্ষা প্রাপ্ত হইত। সুতরাং তৎকালে মহারাষ্ট্রীয়দিগের ন্যায় অস্ত্রযোদ্ধা ও উত্তম অশ্বারোহী প্রায় আর কোথাও ছিল না। শিবজীর অতি অল্প বয়সে এই উভয় বিষয়েই এমত একটী অসাধারণ ক্ষমতা জন্মিয়াছিল যে অস্ত্র-প্রয়োগের তদ্রূপ সুকৌশল ও হয়চালনার তথাবিধ নৈপুণ্য মহারাষ্ট্রদেশেও অসাধারণ বোধ হইয়াছিল। এইরূপ ধনুর্ব্বিদ্যাতেও শিবজী এত পারদর্শী হইয়াছিলেন যে তদীয় কার্ম্মুক-বিনির্ম্মুক্ত একটী শরও প্রায় কখনই অলক্ষ্যে পতিত বা ব্যর্থ হইত না।

দাদাজী কোণদেও প্রত্যেক কার্য্যেই শিবজীর সমান উৎসাহ ও অসাধারণ অধ্যবসায় সন্দর্শন করিয়া শিক্ষা-প্রদান-বিষয়ে দেশপ্রথানুসারে ত্রুটি করেন নাই। স্বজাতির কিরূপ ধর্ম্ম, দেশের কি প্রকার আচার, ও তাহার মর্ম্মই বা কি, তিনি এই সমস্ত বিষয়েই শিব-

জীকে উত্তমরূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। শিবজী মহাভারত ভাগবত ও রামায়ণ আনুপূর্ব্বিক সমুদায় শ্রবণ করিয়াছিলেন। পুরাণের প্রতি তাঁহার এমত গাঢ়ানুরাগ জন্মিয়াছিল যে সময়েং পুরাণ-শ্রবণের নিমিত্ত তাঁহাকে সাতিশয় কষ্ট স্বীকার করিতে হইয়াছিল। শিবজী স্বভাবতই অতিশয় সমর-প্রিয় ছিলেন, তাহাতে ক্রমাগত কুরু পাণ্ডব রাম রাবণ ও অন্যান্য বীরপুরুষদিগের যুদ্ধ-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া দ্বিগুণিত রণোৎসাহী হইয়া উঠিলেন। এমত কথিত আছে যে শিবজী রণোৎসাহ-সংবরণ করিতে না পারিয়া ষোড়শ-বর্ষ-বয়ঃক্রম সময়ে এক দস্যুদলে মিলিত হইয়াছিলেন।

দাদাজী কোণদেও তরুণবয় শিবজীর তাদৃশ দস্যুসহ-সৌহার্দ্দ সন্দর্শনে সাতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে যথোচিত ভর্ৎসনা করেন; এবং তাদৃশ বিষয়ে তিনি আর প্রবৃত্ত না হয়েন এই মনে করিয়া তদীয় হস্তে জায়গীরের অনেক ভার অর্পণ করিয়া রাখেন। শিবজীও সেই অবধি কিঞ্চিৎ সাবধান হইয়া চলিতে লাগিলেন, কিন্তু তাদৃশ ব্যবসায় হইতে একবারে বিরত হইতে পারেন নাই।

তৃতীয় অধ্যায়।

দাদাজীর কর্ম্মচারিদিগের সহিত শিবজীর প্রণয়. মাওলীদিগকে বশীভূত করণ, রাজগড়ের নির্ম্মাণ, বিজয়পুরের রাজার ক্রোধ, দাদাজীর মৃত্যু, শিবজীর পৈতৃক বিষয়াপহরণ।

দাদাজীর অধীনে যে সকল কারকুন্ ছিল তন্মধ্যে অনেকের সহিত শিবজীর আন্তরিক প্রণয় হয়। তাহারা প্রায়ঃ সকল কার্য্যেই তাঁহার মতাবলম্বী হইয়া চলিত। তিনিও প্রায়ঃ সকল কার্য্যেই তাহাদিগের পরামর্শ গ্রহণ করিতেন।

শিবজীর হস্তে জায়গীরের কিছু২ কর্ত্তৃত্ব-ভার ন্যস্ত থাকাতে তিনি পুনার সন্নিহিত স্থাননিবাসী প্রধান২ মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত সর্ব্বদা সাক্ষাৎ করিতে আরম্ভ করিলেন; এবং প্রকৃতিসিদ্ধ অতিশয় বিনয় ও নম্রতা-গুণে অচিরাৎ তাহাদিগের প্রীতিপাত্র ও সর্ব্বত্র সমান সমাদৃত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু তাদৃশ অবস্থাতেও এমত গুপ্তচরী কিংবদন্তী হইয়াছিল যে শিবজী কনখল প্রদেশের নদীতস্করদিগের স্থানে লুণ্ঠিত দ্রব্যের অংশ গ্রহণ করিয়া থাকেন।

মাওলীদিগের প্রতি শিবজীর সবিশেষ স্নেহ ছিল। তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন যে মাওলীদিগের বাহ্য আকৃতি প্রকৃতি কুৎসিত ও অতিশয় নীচ বটে, কিন্তু ইহারা নিরতিশয় পরিশ্রমী কার্য্যতৎপর ও অত্যন্ত বিশ্বাসী। দাদাজীর অধীনস্থ মাওলীদিগের প্রতি শিবজী যথেষ্ট

অনুগ্রহ প্রকাশ করিতেন; সুতরাং তাহারাও তাঁহার একান্ত অনুরক্ত হইয়াছিল। তিনি যখন যেখানে যাইতেন তাহারা সর্ব্বত্রই সমভিব্যাহারে থাকিত, বিশেষতঃ শিকার-যাত্রা-কালে অধিকাংশ মাওলীই সহচর হইয়া যাইত। শিবজী তাহাদিগের প্রতি ঈদৃশ সস্নেহ ব্যবহার করাতে মাওল-দেশস্থ অধিকাংশ ব্যক্তিই তাঁহার একান্ত অনুগত ও নিতান্ত বাধ্য হইয়াছিল।

শিবজী ঐ সমস্ত উপত্যকা এবং ঘাটমাতা* ও কণখল-দেশীয় অন্যান্য বন্যভূমির গুপ্ত-পথ-পরিজ্ঞানের নিমিত্ত প্রায়ঃ সর্ব্বদাই তথায় ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন; এবং নিকটমধ্যে যে সমস্ত রাজকীয় বন্য দুর্গ ছিল, তাহার ছিদ্রানুসন্ধান ও কি উপায়ে তাহা হস্তগত হইতে পারে মনে২ তদনুধ্যানেই নিমগ্ন থাকিতেন।

মুসলমান রাজ-পুরুষেরা ক্ষুদ্র২ গিরিদুর্গের কিছুমাত্র তত্ত্বাবধান করিতেন না। তাঁহারা প্রধান২ দুর্গে এক২ জন কিল্লাদার মাত্র নিযুক্ত করিয়া রাখিতেন। তাহার তত্ত্বাবধানের ভার প্রায়ই সেই২ প্রদেশের মোকাসদার, আমিলদার, জায়গীরদার তথা ইজারদার দিগেরই প্রতি অর্পিত থাকিত। গিরিদুর্গের প্রতি মুসলমানদিগের ঈদৃশ অনাস্থার কারণ এই যে ঐ সকল দুর্গস্থান বর্ষাকালে অতিশয় অস্বাস্থ্যকর হইত, এবং উহা অনায়াসেই শত্রুদিগের হস্তগত হইবার সম্ভাবনা ছিল। যাহা হউক এইরূপে যখন শিবজী নানা বন-ভ্রমণ-পূর্ব্বক আত্মসৌভাগ্যের পথ অনুসন্ধান করেন সেই কালে বিজয়পুরের রাজা কণখলদেশ লুট করিবার ও তথাকার কিল্লাদারকে

---

* পর্ব্বত-শিখর।

হীনবল করিবার উদ্দেশে তথায় স্বকীয় সমস্ত সৈনাদল প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইহাও শিবজীর সাহসবৃদ্ধির ও ইষ্টসিদ্ধির অন্যতম কারণ হইয়াছিল।

শাহজীর জায়গীরমধ্যে দাদাজীর অধীনে একটীও গিরিদুর্গ ছিল না। কোন্দানার দুর্গে এক জন মুসলমান কিল্লাদার ও পুরন্দরের দুর্গে নীলকান্ত রাও নামক এক জন ব্রাহ্মণ কিল্লাদার ছিলেন। শিবজী ঐ দুই জনেরই নিকট পরিচিত ছিলেন। বিশেষতঃ নীলকান্ত রাও ইতিপূর্ব্বে নিজামশাহী রাজ্যের অধীনে শাহজীরই সহচর হইয়াছিলেন। যাহা হউক, এই দুই জনে শাহজীর অন্যায় অভিসন্ধির প্রতি বিশেষ দৃষ্টিপাত করেন নাই; সুতরাং তাহারা শিবজীর আচরণের প্রতি কোন বিরুদ্ধ দৃষ্টি করিতেন না।

মাওল দেশে যেস্জী-কঙ্ক, তান্নাজী মালুসরে ও বা-জী ফসাল্‌কর নামক তিন জন প্রধান লোকের সহিত শিবজীর অত্যন্ত প্রণয় হইয়াছিল। যেস্জী কঙ্ক ও তান্নাজী মালুসরে ইহাঁরা পৈতৃক কএকটী দুর্গের উত্তরা-ধিকারী হইয়া ছিলেন। বা-জী ফসাল্‌কর মুখোরাস নামক স্থানের দেশমুখ* ছিলেন। ইহারা তিন জনই শিবজীর প্রথম সঙ্গী ও সর্ব্বত্র যুদ্ধসহচর হয়েন। ১৬৪৬ খ্রীষ্টাব্দে শিবজী এই তিন প্রধান ব্যক্তির সাহায্যে পুনার দক্ষিণপশ্চিম বিংশতি ক্রোশ দূরে নীরানদীর তীর-বর্ত্তী তোরনা-নামক একটা অতি দুরতিক্রমণীয় গিরি-দুর্গ তত্রত্য কিল্লাদারের সহিত সদ্ভাব করিয়া হস্তগত করেন। এই কার্য্যে তিনি এরূপ ভাব প্রকাশ করি-

* জমিদারের স্যশ পরগণার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি।

য়াছিলেন, যে তিনি রাজ্যের হিতার্থই চেষ্টা পাই-তেছেন।

তোরনা-দুর্গ হস্তগত হইলে পর শিবজী এই সমাচার রাজগোচর করিবার নিমিত্ত বিজয়পুরে উকীল প্রেরণ করিয়া, ঐ উকীলকে রাজ সন্নিধানে বিজ্ঞাত করিতে বলিয়া দিলেন, যে ইজারদারেরা এই সমস্ত প্রদেশের প্রকৃত আয় গোপন করিয়া রাখাতে রাজ্যের অনেক ক্ষতি হইয়া থাকে; অতএব যদি ইহার কর্ত্তৃত্বভার রাজনিযুক্ত এক জন বিশ্বস্ত উপযুক্ত লোকের হস্তে অর্পিত হয়, তাহা হইলে রাজার অধিক লাভ হইতে পারে। এমন কি এই দেশ হইতে শত বৎসর যে পরিমাণে রাজস্ব আদায় হইয়া আসিতেছে তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক হইবার সম্ভাবনা।

প্রজাসম্পর্কীয় কোন বিষয় তদানীন্তন রাজাদিগের কর্ণগোচর করা বড় একটা সহজ ব্যাপার ছিল না; কিন্তু শিবজীর আবেদনের প্রত্যুত্তর আসিতে যত কাল-বিলম্ব হইতে লাগিল ততই তাঁহার ইষ্টসিদ্ধির সুবিধা হইয়া উঠিল। তৎকালে যথাযোগ্য উৎকোচ প্রদান করিতে পারিলে সকল সমীহিতই সিদ্ধ হইতে পারিত। পূর্ব্বোক্ত উকীলেরা প্রধান২ কর্ম্মচারীদিগকে অনুরূপ উৎকোচ প্রদান করাতে শিবজীর অভীষ্টসিদ্ধির পথ পরিষ্কৃত হইয়া উঠিল। এমন কি তাঁহার তাদৃশ ব্যবসায়ের প্রতি বহুকাল পর্য্যন্ত রাজসরকারের কোন দৃষ্টি-পাত হয় নাই।

শিবজী এবংবিধ অবসর বৃথা অতিপাতিত করিবার লোক ছিলেন না। তিনি ঐ সময়ে সাতিশয় সযত্ন

হইয়া মাওল-দেশহইতে বহুসঙ্খ্য লোক সঙ্গ্রহ করিতে ও তাহাদিগকে যুদ্ধবিদ্যায় সুশিক্ষিত করিতে লাগিলেন; এবং অচিরলব্ধ তোরনা দুর্গ যাহাতে সমধিক বলবৎ হয় তাহার তাদৃশ সংস্কার আরম্ভ করিলেন।

কথিত আছে যে একটা দুর্গের সংস্কার-কালে অতি পুরাতন ভগ্ন-গৃহের ভিত্তি খনন করিতে২ প্রচুর সুবর্ণ-রাশি শিবজীর হস্তগত হয়; কিন্তু তদ্বিষয়ে লোকে এই রব করে যে শিবজীর কুলদেবতা ভবানী দেবী প্রসন্না হইয়া তাঁহাকে ঐ সমস্ত অর্থসম্পত্তি প্রদান করিয়াছেন। বিনা পরিশ্রমে একেবারে প্রচুর ধন লাভ হওয়াতে শিবজী দ্বিগুণিত উৎসাহান্বিত হন, এবং স্বাভিলাষ পরিপূরণে অধিকতর যত্নপর হইয়া ঐ ধনদ্বারা বহুসঙ্খ্যক সৈন্যের উপযুক্ত অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধোপযোগী সমুদায় দ্রব্যসামগ্রী সঙ্গ্রহ করিতে লাগিলেন; অধিকন্তু প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া পুনার দেড় ক্রোশ পূর্ব্বে মরবড় পর্ব্বতের উপর একটা স্বতন্ত্র দুর্গ নির্ম্মাণ করিলেন। ঐ দুর্গ-নির্ম্মাণে তাঁহার অত্যন্ত যত্ন, অপরিমিত পরিশ্রম, ও অসাধারণ বুদ্ধিকৌশল প্রকাশিত হইয়াছিল। শিবজী এই দুর্গের নাম রাজগড় রাখেন।

কিয়দ্দিন পরে শিবজীর এই সমস্ত ব্যবসায় রাজার কর্ণগোচর হইল। তখন তিনি যথোচিত রোষ-প্রকাশ-পূর্ব্বক তাঁহাকে তাদৃশ অন্যায্য কার্য্যে উদ্যোগী থাকিতে নিষেধ করিয়া পাঠাইলেন; এবং সেই দণ্ডেই কর্ণাট প্রদেশস্থ শাহজীর নিকট ভর্ৎসনাগর্ভ এক পত্র প্রেরণ করিলেন। শাহজী শিবজীর ঈদৃশ চরিত্রের বিষয় এত কাল কিছুই জানিতেন না। তিনি এই পত্র

পাছে একেবারে ভীত ও অত্যন্তবিস্মিত হইয়া উঠিলেন; কিন্তু রাজার নিকট এই মাত্র লিখিয়া পাঠাইলেন, যে "শিবজী এ সকল বিষয়ে আমার সহিত কিছুমাত্র পরামর্শ করে নাই। আমরা সপরিবার মহারাজের সেবক। শিবজী, এই সমস্ত কার্য্য, বোধ হয়, জায়গীরের শ্রীবৃদ্ধি নিমিত্তই করিয়াছে।" অতঃপর শিবজীর তাদৃশ কার্য্যের অভিপ্রায় কি, শাহজী তাহা জানিবার নিমিত্ত দাদাজী কোণদেওর নিকট পত্র প্রেরণ করিলেন। ঐ পত্রে শিবজীকেও তিরস্কার করিয়া লিখেন যে তিনি যেন আর এবংবিধ রাজনীতিবিরুদ্ধ কার্য্যে হস্তক্ষেপ না করেন।

দাদাজী অতিশয় সচ্চরিত্র ও মৃদুপ্রকৃতিক লোক ছিলেন, তিনি শাহজীর পত্র প্রাপ্তিমাত্র শিবজীকে আহ্বান করিয়া, যাহাতে তিনি তথাবিধ অন্যায্য কার্য্য হইতে একেবারে বিরত হয়েন, এমত বিবিধ উপদেশ প্রদান করিলেন, এবং কহিলেন "রাজবিদ্রোহী ব্যক্তির কোন কালেই মঙ্গল সম্ভাবনা নাই; বিশেষতঃ তোমার পিতা রাজার প্রিয়পাত্র, ও রাজকর্ম্মচারী সম্ভ্রান্তদিগের মধ্যে এক জন প্রধান; তুমিও অতি উপযুক্ত পাত্র। এ সময় রাজার বিশ্বাসভাজন হইতে পারিলে তোমাদিগের সৌভাগ্যের আর সীমা থাকিবে না, অতএব ক্ষান্ত হও।" দাদাজী এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে শিবজী বাক্যভঙ্গীদ্বারা এমত প্রকাশ করিলেন, যেন তিনি তাদৃশ কার্য্যে আর কোন সম্পর্ক রাখিবেন না; কিন্তু দাদাজী ইতর ভাব-ভঙ্গীদ্বারা বুঝিতে পারিলেন, শিবজী অভিপ্রেত বিষয়ে একেবারে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়াছেন।

দাদাজী একত বৃদ্ধ ও পীড়াগ্রস্ত ছিলেন; তাহাতে শি-

বজীর দুঃসাহসিক কার্য্যে ভয়াবহ বিপৎপাতের সম্ভাবনা দেখিলেন। তাহাতে তাঁহার অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু স্বকীয় মৃত্যু নিকটবর্ত্তী ও শিবজীকে অবিচলিত-প্রতিজ্ঞারূঢ় জানিয়া তিনি তাঁহাকে আর অভীষ্ট-বিষয়-হইতে ক্ষান্ত করিতে চেষ্টা করেন নাই; বরং অধিক-তর উৎসাহিতই করিয়াছিলেন। তিনি মৃত্যুকালে শি-বজীকে নিকটে ডাকিয়া কহেন "তুমি স্বাধীনতার পথ কিছুতেই পরিত্যাগ করিবে না; কিন্তু অগ্রে যাহাতে গো, ব্রাহ্মণ ও কৃষক সকল সুরক্ষিত হয়, এবং যাহাতে দুরাত্মা মুসলমানেরা হিন্দুদিগের দেবালয়-সকল নষ্ট করিতে না পারে, অগ্রে ইহার কোন একটা বিশিষ্ট উপায় করিয়া, পশ্চাৎ স্বকীয় সৌভাগ্য-সোপানে অধি-রোহণ করিও।" দাদাজী এইরূপ পরামর্শ প্রদান করিয়া শিবজীর হস্তে স্বকীয় পরিবারের ভারার্পণ-পূর্ব্বক সংসার-লীলা সম্বরণ করেন।

দাদাজীর মৃত্যুকালীন উপদেশ শিবজীর ইষ্টসিদ্ধির বিষয়ে বিলক্ষণ অনুকূল হইয়াছিল। তিনি এত কাল দাদাজীর অপেক্ষায় কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত হইয়া চলিতেন। এক্ষণে এই উপদেশে যৎপরোনাস্তি উৎসাহী ও আরও দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়া উঠিলেন। আর দাদাজীর অধীনস্থ যে সমস্ত কর্ম্মচারি এত দিন শিবজীর মতানুসরণ করে নাই তাহারা দাদাজীর ঐরূপ বাক্য শুনিয়া নিতান্ত উৎ-সাহ-সহকারে শিবজীর মতানুযায়ী হইয়া চলিতে লা-গিল। তখন শিবজী সমুদায় পিতৃজায়গীরের কর্তৃত্ব-ভার স্বয়ং গ্রহণ করিলেন। তাহার অনতিকাল-বিলম্বেই জায়গীরের উপস্বত্ব আদায়ের নিমিত্ত শাহজীর নিকট

হইতে দূত আসিয়া উপস্থিত হয়। শিবজী ঐ দূতকে দাদাজীর মৃত্যু হইয়াছে এই কথা বলিয়া ফিরাইয়া দেন; এবং কৌশলক্রমে জায়গীরহইতে উপলব্ধ ধন আত্মসাৎ করেন। কিছু দিন পরে শিবজী পিতার নিকট এই সংবাদ পাঠাইলেন যে "এই দরিদ্রদেশে প্রজা পালনার্থ অধিক অর্থব্যয় হইতেছে, অতএব মহাশয়কে এখানকার উপস্বত্বের প্রত্যাশা পরিত্যাগ করিতে হইবে।" শিবজী এইরূপে তত্রত্য সমুদায় উপস্বত্ব স্বয়ং গ্রহণ করিয়া যথেষ্ট ব্যয় করিতে লাগিলেন।

শাহজীর জায়গীর-মধ্যে ফিরঙ্গজী নরসালা নামা এক ব্যক্তি চাকন নামক দুর্গের অধ্যক্ষ ছিলেন, এবং শিবজীর বিমাতৃ-সহোদর বা-জী মোহিতে সোর প্রদেশের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা ছিলেন। ইহাঁরা উভয়েই প্রথমে শিবজীর মতানুসরণ করেন নাই; সুতরাং ইহাদিগের উভয়কেই হস্তগত বা দূরীকৃত করা তাঁহার অত্যন্ত আবশ্যক বোধ হইয়াছিল। সে অভিপ্রায় সিদ্ধির নিমিত্ত তাঁহার বিশেষ ক্লেশ হয় নাই। তিনি নানা উপায়দ্বারা ফিরঙ্গজীকে ত্বরায় বশীভূত ও পূর্ব্বপদেই স্থাপিত করিয়া, তাহাকে ঠিক দাদাজীর নিয়মানুসারে চলিতে হইবে, এইরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়া উক্ত দুর্গের নিকটবর্ত্তী প্রদেশের কর্ত্তৃত্ব-ভার সমর্পিত করেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

বা-জী মোহিতের পরাজয়, পুরন্দর দুর্গের কিল্লাদারের সন্তানদিগের প্রতি ছলনা, কলিয়ানের রাজস্ব ও কএকটী দুর্গ অপহরণ, বিজয়পুরাধিপতির ক্রোধ; শাহজীর দণ্ড, শাহজঁহার সহিত শিবজীর সন্ধি; শাহজীর কারামুক্তি।

মনুষ্যের ভাগ্যলক্ষ্মী প্রকাশিতা হইবার সময় উপস্থিত হইলে প্রত্যেক শুভ ঘটনা পরপর শুভ ঘটনার পুরোবর্ত্তিনী হয়। শিবজী বাল্যকালাবধি বহুতর পরিশ্রম ও অসীম যত্ন করিয়া যে কিছু ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছিলেন এক্ষণে তাহার সাহায্যে তদপেক্ষাও অধিক ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। তিনি একজন মুসলমান কিল্লাদারকে অধিক উৎকোচ প্রদান করাতে সে নিতান্ত বশীভূত হইয়া তৎকালপ্রসিদ্ধ কোন্দানা দুর্গের সমস্ত আধিপত্য তদীয় হস্তে সমর্পণ করিল।

বা-জী মোহিতের তিন শত উত্তম সুশিক্ষিত ঘোটক ছিল। তিনি সামান্য বিষয়ে শিবজীর সহিত একবাক্য হইয়া চলিতেন বটে, কিন্তু সোপাপ্রদেশের উপস্বত্ব তদীয় হস্তে সমর্পণ করিতেন না, এবং শিবজী কোন বিষয়ে পিতার অভিমতে আপনার ক্ষমতা চালাইবার ইচ্ছা করিলে তিনি তাহাতেও সম্মত হইতেন না। এজন্য শিবজী একদিন নিশীথ-সময়ে কতকগুলি বলবান্ মাওলী-সৈন্যের সমভিব্যাহারে সোপায় প্রবেশপূর্ব্বক বা-জী মোহিতেকে পরাজিত করিয়া তাঁহার যত কিছু সম্পত্তি ছিল সমুদয় বলপূর্ব্বক গ্রহণ করেন।

প্রায় সকল ব্যক্তিই তাঁহার বশংবদ হইল, কেবল বাজীমোহিতে প্রভৃতি কএক জনমাত্র তদীয় মতানুসরণে অস্বীকার করাতে তিনি তাহাদিগকে শাহজীর নিকটে পাঠাইয়াদিলেন।

বারামতী ও ইন্দ্রপুরের রাজকর্ম্মচারিগণ শিবজীর মতানুসরণে কিছুমাত্র আপত্তি করে নাই। তাহারা দাদাজীর মৃত্যুর কিয়ৎকাল পরেই তত্রত্য রাজস্ব আদায় করিয়া সমুদায় টাকা নির্ব্বিবাদে পূনায় পাঠাইয়াছিল। কিন্তু বারামতী ইন্দ্রপুর ও সোপা প্রদেশ তাঁহার অন্য জায়গীরহইতে অতি দূরবর্ত্তী হওয়াতে রীতিমত তত্ত্বাবধান করা শিবজীর পক্ষে কঠিন হইয়াছিল।

এই সময়ে পুরন্দর দুর্গের কিল্লাদারের মৃত্যু হয়। তাহার তিন পুত্র; তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ রীতিমত রাজাজ্ঞা গ্রহণ না করিয়া পিতার সমুদায় আধিপত্য স্বয়ংই গ্রহণ করিল, কনিষ্ঠদ্বয়কে কিছুই প্রদান করিল না। এই প্রযুক্ত কনিষ্ঠেরা তাবৎ বিষয়ের তুল্য ভাগ প্রাপ্তির প্রত্যাশায় শিবজীকে মধ্যস্থ স্বীকার করে। শিবজী মধ্যস্থ হইলেন বটে, কিন্তু আপনার ইষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত গোপনে কনিষ্ঠদিগেরই সাহায্য করিতে লাগিলেন। এই রূপে ক্রমেং তাহাদিগের বিবাদ প্রবল হইয়া উঠিলে শিবজী সোপায় যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে ছল করিয়া পুরন্দরের নিকট এক দিন অবস্থান করেন। এই কালে এ তিন ভ্রাতার ঘোর বিবাদ হইতেছিল। তাহারা শিবজীর আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে দুর্গে আসিবার অনুরোধ করিয়া পাঠাইল। তাহারা এইরূপ অনুরোধ করিবে বলিয়াই শিবজী এইস্থানে আসিয়াছিলেন: এক্ষণে দূত-

মুখে সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট মনে কএক জন-মাত্র সহচর সঙ্গে লইয়া রাত্রিযোগে তথায় উপস্থিত হইলেন। পরস্পর সাক্ষাৎ হইবার কিয়ৎকাল পরে বালকদিগের জ্যেষ্ঠ বিশ্রামার্থ শয়নাগারে গমন করিলে শিবজী সেই অবসরে কনিষ্ঠদিগকে বলিলেন যে "যদি তোমরা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে কারাবদ্ধ করিতে পার তাহা হইলে তোমাদিগের যাবতীয় সমীহিত সিদ্ধ হইতে পারে।" এ কথায় তাহারা সাগ্রহে সম্মতি প্রকাশ করিল। তখন শিবজী এই কার্য্যে যেন কোন ব্যাঘাত উপস্থিত না হয় এইরূপ ভাব প্রকাশ করিয়া স্বকীয় সৈন্যদলে এক জন দূত প্রেরণ করিলেন। সৈন্যগণ তাঁহার নির্দ্দেশানুসারে অতি প্রত্যূষে দুর্গ প্রবেশ করিল। শিবজী আপনার সমস্ত সৈন্য আসিয়াছে দেখিয়া অগ্রেই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে কারাবদ্ধ করিলেন; পরে তদীয় সমস্ত সম্পত্তি সম্পূর্ণরূপে স্বায়ত্ত করিয়া পরিশেষে কনিষ্ঠদিগকেও স্বদুর্গে আনিয়া তাহাদিগকে এই বুঝাইলেন যে তিনি দেশমধ্যে সর্ব্বতোভাবে স্বাধীনতা-লাভের নিমিত্ত স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়াছেন, তন্নিমিত্তই তাঁহাকে ঈদৃশ বিশ্বাসঘাতিতার কার্য্য করিতে হইল। যাহাহউক শিবজী তাহাদিগকে সান্ত্বনা করিবার নিমিত্ত কএকখানি গ্রাম ইনাম প্রদান করিয়াছিলেন; এবং প্রত্যেক ভ্রাতাকেই এক একটী রাজকার্য্যের ভার অর্পণ করিয়া আপনার অধীনেই রাখেন।

শিবজী একাল পর্য্যন্ত যে সমস্ত ঐশ্বর্য্য ও আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন তাহাতে কাহারও সহিত একটীও যুদ্ধ করিতে হয় নাই, এবং রাজ্যমধ্যে কোন উপদ্রবও

ঘটে নাই। শাহজীর জায়গীরমধ্যে শিবজী যেরূপ বিরুদ্ধাচরণ করিতেছিলেন, তাহা যদিও রাজার অগোচর ছিল না, তথাপি জায়গীরদার স্বয়ং রাজ্যে তাঁহার অধীনে রহিয়াছেন বলিয়া তিনি তাহার প্রতি এতকাল ঔদাস্য করিয়াছিলেন। যাহাহউক শিবজী চাকন ও নীরা প্রদেশমধ্যে যে প্রকার আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন ইহাতে তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধিকৌশল, অপরিমিত সাহস ও যৎপরোনাস্তি পৌরুষ প্রকাশ হইয়াছিল, সন্দেহ নাই।

শিবজী এই প্রকারে অবিরোধে আত্ম দলবল সবল করিয়া স্বকীয় আধিপত্য-বিস্তারের নূতন২ উপায় অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন; ও মাওল দেশ হইতে বহুসঙ্খ্যক লোক সংগ্রহ করিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত করিতে লাগিলেন, এবং কণখল প্রদেশের আন্তরিক অবস্থা পরিজ্ঞানের নিমিত্ত স্থানে২ ব্রাহ্মণচর পাঠাইয়া দিলেন।

এই কালে কালিয়ান্ নামক প্রদেশের শাসনকর্ত্তা মৌলানা অহম্মদের নিকট হইতে প্রচুর রাজস্বধন বিজয়পুরে যাইতেছিল, তদ্বার্ত্তা শিবজীর কর্ণগোচর হইল। তৎক্ষণাৎ তিনি তিনশত অশ্বারোহী ও কতকগুলি মাওলী পদাতি সৈন্য সমভিব্যাহারে সেই পথ অবরোধ করিয়া বলপূর্ব্বক সমস্ত ধন অপহরণ করিলেন; এবং তাহার কিয়দংশ স্বকীয় সৈন্যমধ্যে বিতরণ করিয়া অবশিষ্ট সমুদায় রাজগড়ে লইয়া প্রস্থান করিলেন। এইরূপ কার্য্য করাতে শিবজীর প্রকৃত উদ্দেশ্য স্পষ্টই প্রকাশিত হইল; কিন্তু তিনি তাহাতে কিছুমাত্র ভীত বা সঙ্কুচিত হইলেন না। প্রত্যুত ঐ সংবাদ বিজয়পুরে পৌ-

ছিতে না পৌঁছিতেই কাঙ্গরী, টিকোনা, ভূরূপ, ঘোচারী, কুঞ্জ, লোঘর, রাজমাটী, এই সাত দুর্গ হস্তগত করিয়া লইলেন। তদনন্তর তালা, গোশালা, ও রয়রী নামক গিরিদুর্গও অধিকৃত করিয়া বিশ্বস্ত অনুচরদিগের হস্তে সমর্পিত করেন। তন্নিয়োজিত কতগুলি মাওলী সৈন্যও কণখলের অনেকগুলি নগর লুট করিয়া সমস্ত ধন-সম্পত্তি রাজগড়ে লইয়া যায়।

এই কালে তাঁহার আর একটী প্রধান লাভ হইল। তদীয় সহচর আবাজী সোনদেও, যিনি দাদাজী কোনদেওর এক জন ছাত্র ছিলেন, তিনি কালিয়ানের রক্ষক মৌলানা অহম্মদকে আক্রমণপূর্ব্বক পরাজিত ও কারারুদ্ধ করিয়া তাঁহার অধীনস্থিত সমস্তদুর্গ অধিকৃত করেন।

আবাজীর বিজয়-বার্ত্তা শ্রবণে শিবজী অত্যন্ত আনন্দে কালিয়ানে গিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং আবাজীকে তথাকার সুবেদারী পদে নিযুক্ত করিয়া যথোচিত পুরস্কৃত করিলেন। রাজস্বের নিয়ম সমস্ত ব্যবস্থাপিত হইল। ব্রহ্মোত্তর ও দেবোত্তর যাহার যাহা ছিল তাহা সেইরূপই রহিল; বরং তিনি আরও নূতন২ দেবালয় প্রতিষ্ঠিত ও দেব সেবার্থ ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করিয়া প্রচুর ভূমিদান করিলেন। এইরূপ কার্য্যে শিবজী যে হিন্দুধর্ম্মের একজন পরম ভক্ত ও একান্ত অনুরক্ত ছিলেন তাহা স্পষ্টই প্রকাশিত হইয়াছিল।

কালিয়ানের অনতিদূরে একজন সিদীর অধিকার ছিল। শিবজী ইতিপূর্ব্বেই তদীয় জায়গীরের কিয়দংশ আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। এক্ষণে প্রবল শত্রু সিদী পাছে কোন উপদ্রব করে এই আশঙ্কায় গোশালায় নি-

কট বীরবারী নামক একটী দুর্গ ও রয়রীর সন্নিধানে লিঙ্গনা নামক অপর একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করেন।

শিবজী যথোচিত-সম্মান পূর্ব্বক মৌলানা অহম্মদকে কারামুক্ত করিয়াদিলে তিনি স্বকীয় দুঃখ নিবেদন করিবার নিমিত্ত বিজয়পুরে রাজার নিকট গমন করিলেন। কালিয়ান শিবজীর হস্তগত হইয়াছে রাজা পূর্ব্বে শুনিয়াছিলেন, এক্ষণে মৌলানার মুখে সবিশেষ অবগত হইলেন; কিন্তু তাঁহাকে কিছুমাত্র সমাদৃত বা অন্য কোন রাজকার্য্যে নিযোজিত করিলেন না।

এইরূপে শিবজীর রাজবিদ্রোহিতা ক্রমে প্রচারিত হইয়া উঠিলে বিজয়পুরস্থ সমস্ত ব্যক্তিই অত্যন্ত চিন্তাকুল হইল; কিন্তু মুহম্মদ আদিলশাহ তাহার আশুপ্রতীকারের নিমিত্ত কোন রূপ সৈন্যাদি প্রেরণ করিলেন না। তিনি নিশ্চয় করিয়াছিলেন যে "শাহজীর সাহায্যেই শিবজী এরূপ বিদ্রোহিতায় প্রবৃত্ত হইয়াছে" এবং সেই শাহজী তাঁহার অধীনে আছে, সুতরাং ইচ্ছামাত্রেই তাহার দমন করিতে পারিবেন। শাহজীর প্রতি মুহম্মদ আদিলশাহের এরূপ সন্দেহ উপস্থিত হওয়া অসঙ্গত নহে; যেহেতু রেন্দুলা খাঁ কর্ণাটহইতে বিজয়পুরে আগমন করাতে শাহজী তথাকার সম্পূর্ণ শাসন-ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এবং রাজবিদ্রোহিতা কেবল তদীয় জায়গীরমধ্যেই হইয়াছিল। এইকারণবশতঃ তিনি শিবজীর দমনার্থ সৈন্য প্রেরণ না করিয়া অন্যবিধ উপায় অবলম্বন করিলেন।

বা-জী ঘোরপুরে* নামক এক জন প্রধান লোক

* বা-জীর বংশে কোন ব্যক্তি এক গোসাপের দেহে রজ্জু বা-

কর্ণাটে শাহজীর সহিত একত্র রাজকর্ম্ম করিতেন । মুহম্মদ আদিলশাহ তাহাকে বলিয়া পাঠাইলেন "যে তুমি যে উপায়ে পার শাহজীকে অচিরাৎ ধৃত করিবে ।" বা-জী ঘোরপুরে রাজাজ্ঞা প্রাপ্ত হইবামাত্র কৌশলক্রমে শাহজীকে ধৃত করিয়া একেবারে বিজয়পুরে রাজগোচরে লইয়া উপস্থিত করিলেন । মুহম্মদ আদিল্শাহ শাহজীকে সমানীত দেখিয়া তাঁহাকে ভয়প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিলেন " তুমি দূত প্রেরণ করিয়া অথবা পত্র লিখিয়া শিবজীকে সুশাসিত কর ।" এ কথায় শাহজী নিজ নির্দ্দোষিতা প্রমাণার্থ বিনয়-গর্ভ নিবেদন করিলেন, "শিবজী যদ্রূপ মহারাজের বিদ্রোহিতাচরণ করিতেছে তদ্রূপ আমারও বিপক্ষতাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছে । তাহাকে দমন করা এক্ষণে আমার সাধ্য নহে। যদি মহারাজ তাহার বিপক্ষে সমুচিত সৈন্য পাঠাইয়াদেন তাহা হইলে সে অনায়াসে সুশাসিত হয়" । এইরূপে শাহজী যত বলিলেন, তাঁহার প্রতি অবিশ্বাস জন্মিবাতে, রাজা কিছুতেই সম্মত হইলেন না । পরিশেষে তাঁহাকে প্রস্তর নির্ম্মিত কারায় আবদ্ধ রাখিতে স্বকীয় অনুচরবর্গের প্রতি আদেশ করিয়া কহিলেন " যদি শিবজী নির্দ্দিষ্ট সময়-মধ্যে বিদ্রোহিতাচরণে সম্পূর্ণরূপে ক্ষান্ত না হয় তাহা হইলে এই কারাগৃহে বায়ু প্রবেশার্থ যে ক্ষুদ্র ছিদ্রটী আছে তাহাও চিররুদ্ধ করা হইবে ।" এই রূপে ১৬৪৯

স্থির্য়া এক দুর্গমধ্যে প্রবেশ করত সেই দুর্গ শত্রুহইতে লইয়া আপন স্বামীকে সমর্পিত করে । ঐ গোসাপকে মহারাষ্ট্র ভাষায় ঘোরপুর শব্দে কহে, এবং তাহা হইতে তাঁহার বংশের উপাধি ঘোরপুরে হইয়াছে ।

খ্রীষ্টাব্দ শাহজী স্বয়ং অপরাধী না হইয়াও করাবাসে দুঃসহ ক্লেশ ভোগ করিতে লাগিলেন।

শিবজী পিতার এই বিপদ্ বার্ত্তা শ্রবণে ভীত ও চলিতচিত্ত হইয়া অগত্যা রাজার শরণাপন্ন হইতে উদ্যত হইয়াছিলেন; কিন্তু তদীয় বুদ্ধিমতী পত্নী সহী-বাঈ তাঁহাকে ঐরূপ হীনকার্য্যহইতে একেবারে নিরস্ত করিলেন। উক্ত বাঈ এই প্রবল যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন যে অবিশ্বাসী মুসলমানদিগের শরণাপন্ন হইলেই বিপদ্ বৃদ্ধি হইবারই অত্যন্ত সম্ভাবনা। খল অথচ প্রবল শত্রুর হস্তে আত্মসমর্পণ করা কখনই বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য নহে। এক্ষণে সাহসে নির্ভর করিয়া বলবীর্য্যদ্বারা আপনাকে উন্নত রাখিতে পারিলেই পিতার উদ্ধার সাধনের যথার্থ সদুপায় করা হইবে। শিবজী এপর্য্যন্ত মোগলদিগের রাজ্যমধ্যে কিছুমাত্র উপদ্রব করেন নাই। বোধ হয় তাঁহার এই মনোগত অভিপ্রায় ছিল যে বিজয়পুরের রাজা নিতান্ত নিষ্পীড়ন আরম্ভ করিলে তিনি মোগলেশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ করিবেন। তাঁহার ঈদৃশ পূর্ব্বসাবধানতাই শাহজীর প্রাণ রক্ষার একমাত্র কারণ হইয়াছিল। শিবজী কি রীতিক্রমে মোগলরাজ শাহ্ জহাঁর সহিত সন্ধি করিয়াছিলেন তাহার নির্দ্ধারিত বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না; কিন্তু শাহ-জঁহা শিবজীর নিকট এপর্য্যন্ত স্বীকার করিয়াছিলেন যে, শাহজী যে পূর্ব্বে মোগল রাজসরকারের কর্ম্মত্যাগ করিয়া নিজামশাহি রাজ্যে মোগল রাজের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরিয়া ছিলেন সে অপরাধ তিনি মার্জনা করিয়া তাঁহাকে পুনর্ব্বার সাম্রাজ্য কার্য্যে নিয়োজিত করিবেন, এবং শিবজীর হস্তেও পঞ্চ

সহস্র অশ্বারোহী সৈন্যের অধ্যক্ষতার দিবেন। যাহা-হউক বিজয়পুরের রাজার নিকট সম্রাজের সবিশেষ অনুরোধে ও বন্ধুবর মুরারপন্থের সাহায্যে শাহজী এই ঘোর বিপদহইতে রক্ষা পান। তিনি উপযুক্ত প্রতিভূ প্রদান করিয়া তাদৃশ ভীষণ কারা হইতে বিমুক্ত হই-লেন; কিন্তু সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইলেন না। তাঁ-হাকে চারি বৎসর কাল বিজয়পুর মধ্যেই অবস্থান করি-তে হইয়াছিল।

১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দে শাহজী কারামুক্ত হওয়াতে শিবজীর প্রকৃত উদ্দেশ্য সফল হইল। কিন্তু শাহজহাঁর নিকট যে সকল অঙ্গীকার করিয়াছিলেন তাহার কিছুই প্রতি-পালন করিলেন না। অধিকন্তু, জুনির (জয়নগর) ও অহমদ্নগর-প্রদেশে তাঁহাদিগের পূর্ব্বে যে অধিকার ছিল তাহা প্রতিপ্রাপ্ত হইবার প্রার্থনায় সাহ-জঁহার নিকট এক জন উপযুক্ত উকীল পাঠাইয়া দিলেন: কিন্তু তাঁহার এই চেষ্টা বিফল হইয়াছিল। শাহজঁহা তদীয় উকীলকে এই কথা বলিয়া ফিরাইয়া দিলেন যে "শিবজী রাজধানীতে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া প্রস্তাব করিলে এ বিষয়ের বিশিষ্ট বিবেচনা করা যাইবে।"

যে চারি বৎসর শাহজী বিজয়পুরে রুদ্ধ হইয়াছিলেন সেইকালে শিবজী পাছে পিতা কারামুক্ত হইতে না পারেন এই আশঙ্কায় বিজয়পুর-রাজ্যের প্রতি কোনরূপ অত্যাচার করেন নাই। বিজয়পুরের রাজাও শিবজী অধিক নিপীড়িত হইলে পাছে স্বকীয় সমস্ত অধিকৃত স্থান মোগল-রাজের হস্তে সমর্পিত করিয়া তাঁহার শর-ণাপন্ন হন, এই আশঙ্কায়, তাঁহার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ

করেন নাই। কেবল তাঁহাকে ধৃত করিবার নিমিত্ত একটি সামান্য উদ্‌যোগ মাত্র করা হইয়াছিল। বা-জী সামরাজ নামক একজন হিন্দু এই কর্ম্মের ভার গ্রহণ করেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

বা-জী সামরাজের পরাজয়; শাহজীর কারামুক্তি ও কনকগিরি গ্রহণ; শিবজীকর্ত্তৃক চন্দ্ররাও ও তাঁহার পুত্রদ্বয়ের বিনাশ; রোহিরাদুর্গের লাভ, প্রতাপগড়ের নির্ম্মাণ।

শিবজী কণখল দেশে মাড়-নগরে প্রায় মধ্যে ২ গিয়া অবস্থিতি করিতেন। বা-জী সামরাজ কতকগুলি সৈনা সমভিব্যাহারে অতি গোপনে চন্দ্ররাও মোরের অধিকারের মধ্যদিয়া ফারঘাট নামক স্থানে উপনীত হইলেন; এবং তথায় শিবজীকে ধরিবার মানসে অবসর প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন। কিন্তু শিবজী সামরাজের এই দুরভিসন্ধির সন্ধান পাইয়া উপযুক্ত সৈন্যসঙ্গে সহসা আক্রমণ পূর্ব্বক তাঁহাকে পরাজিত ও তথাহইতে দূরীকৃত করিয়াদিলেন।

শাহজী প্রস্তর-কারাহইতে বিমুক্ত হইয়া কর্ণাটদেশে নিজ জায়গীরে ফিরিয়া আসিবার যত চেষ্টা করিয়াছিলেন কিয়ৎকাল তৎসমস্তই নিষ্ফল হইয়াছিল। অবশেষে ঘটনাক্রমে ঐ প্রদেশের প্রজাসকল নিতান্ত উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিলে এবং কতকগুলি প্রধান লোক শাহ-

জীর নিমিত্ত রাজাকে অনুরোধ করিলে, তিনি তাঁহার পারতন্ত্র্য বিমোচন করিলেন। সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে শাহজীকে এইরূপ প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ হইতে হইয়াছিল যে তিনি বাজী-ঘোরপুরের প্রতি কোন দৌরাত্ম্য করিবেন না। রাজা শাহজীকে এইরূপ প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ করিয়া উঁহাদিগের পরস্পর সৌহার্দ্দ্য বদ্ধমূল করিবার মানসে কুরার প্রদেশে শাহজীর যে সমস্ত বিষয় সম্পত্তি ছিল তাহা বাজী-ঘোরপুরেকে প্রদান করিয়া কর্ণাটস্থিত বাজী-ঘোরপুরের সমস্ত সম্পত্তি শাহজীকে সমর্পণ করিলেন।

শাহজী অগত্যা প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহা প্রতিপালন করেন নাই। তিনি স্বাধীনতা প্রাপ্তিমাত্র শিবজীকে লিখিয়া পাঠাইলেন "যদি তুমি আমার যথার্থ পুত্র হও তাহা হইলে বিশ্বাসঘাতক বাজী-ঘোরপুরের যথোচিত শাস্তি বিধান করিবে।" শিবজী কিয়দ্দিন-মধ্যেই এই পিত্রাজ্ঞা ভয়ানক-রূপে প্রতিপালিত করিয়াছিলেন।

১৬৫৩ খ্রীষ্টাব্দে শাহজী কর্ণাটে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন প্রজাবর্গ যথার্থ উচ্ছৃঙ্খল হইয়াছে। প্রধান২ লোকমাত্রেই স্বস্ব দল বল সবল করিয়া প্রতিবাসীর প্রতি অত্যন্ত অত্যাচার করিতেছে। প্রায় প্রতি জনপদেই লুট হইতেছে। প্রজাসকল নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছে; এবং তাঁহার স্বকীয় জায়গীর-স্থিত প্রজাগণও ঐরূপ অত্যাচারে সম্পূর্ণরূপে উপদ্রুত হইতেছে। শাহজী এই সমস্ত গোলযোগ-দর্শনে ব্যস্তসমস্ত হইয়া অগ্রে কনকগিরির কিল্লাদারের দৌরাত্ম্য-নিবারণের নিমিত্ত জ্যেষ্ঠ

পুত্র শাম্বজীকে তথায় পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু তাহাতে কোন ইষ্ট ফল দর্শিল না। কনকগিরির নিকট আগমনমাত্র শাম্ব শত্রুহস্তে নিহত হইলেন, এবং তদীয় সৈন্যদলও পরাজিত হইল। শাহজী অব্যবহিত পরেই কনকগিরি অধিকৃত করিয়া প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিলেও পুত্রের মৃত্যুজন্য শোক বিস্মৃত হইতে পারিলেন না। এই সময়ে নারুপন্থ হনুমন্তে নামক কর্ণাটের এক জন প্রধান কর্ম্মচারীর মৃত্যু হয়। এই ব্যক্তি অতি উপযুক্ত লোক ছিলেন, ও শাহজীর বহুকালের সেবক, সুতরাং এই সময় শাহজীর সাতিশয় ক্লেশেই অভিপাতিত হইয়াছিল। নারুপন্থের পুত্র রঘুনাথ নারায়ণ, পিতৃতুল্য ক্ষমতাবান্ ও বুদ্ধিমান্ ছিলেন। তিনিই পিতৃপদে অভিষিক্ত হন।

শাহজীর নিরতিশয় যত্নেও কর্ণাটপ্রদেশের গোলযোগ শান্তিপ্রাপ্ত হইল না; বরং দিন২ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল; সুতরাং বিজয়পুরের রাজা শিবজীর শাসনার্থ কোন উদ্যোগ না করিয়া ইহারই প্রতি বিশেষ মনোহভিনিবেশ করিলেন। শিবজী, যেমন পিতার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ হইল, অমনি পুনর্ব্বার নিজমূর্ত্তি ধারণ করিয়া সমস্ত ঘাটমাতা ও কণখলের অবশিষ্টাংশ অধিকৃত করিবার উপায়ানুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

১৬৫৫ খ্রীষ্টাব্দে শিবজী জৌলীর রাজা চন্দ্ররাওকে স্বমতে আনিবার নিমিত্ত যে যে চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহা সফল হয় নাই। চন্দ্ররাও শিবজীর বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ বা তাঁহার সহিত কোনরূপ অভদ্রতা করেন নাই; কেবল শিবজীর বিপক্ষ বা-জী সামরাজকে স্বকীয় রাজ্যে

দিয়া যাইতে দিয়াছিলেন এবং সাহায্যও করিয়াছিলেন। শিবজী এই ছিদ্রেই চন্দ্ররাওর বিরুদ্ধে শস্ত্র ধারণ করেন, কিন্তু সহসা এই কার্য্য করিয়া উঠা তাঁহার পক্ষে নিতান্ত সহজ ছিল না। ঐ রাজা বলবীর্য্যে তাঁহার অপেক্ষা কোন অংশেই হীন ছিলেন না। শিবজীর যত সৈন্য তাঁহারও তত সৈন্য ছিল। তাঁহার দুই পুত্র, এক ভ্রাতা ও মন্ত্রী হিম্মৎরাও বিখ্যাত যোদ্ধা ছিলেন। শিবজী এমনও কোন সহজ উপায় পাইলেন না যাহাতে উহাদিগের পরস্পর অস্বরস বা গৃহবিচ্ছেদ করিয়া দেন।

শিবজীর সৈন্যসকল সর্ব্বদা যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়াই থাকিত; সহসা কোথাও কোন যুদ্ধ ঘটনা উপস্থিত হইলে তাঁহাকে ব্যস্ত হইতে বা তন্নিমিত্ত কোন একটা নূতন উদ্যোগ করিতে হইত না। তিনি আপাততঃ জৌলির আন্তরিক বল পরিজ্ঞানের নিমিত্ত রঘুবল্লাল নামক এক জন ব্রাহ্মণ ও শাম্বজী কৌয়াজী নামক এক জন মহারাষ্ট্রীয় এই দুই জন সুচতুর ব্যক্তিকে তথায় পাঠাইয়া দিলেন; এবং চরদ্বারা দেশমধ্যে এই প্রচার করিলেন যে শিবজী চন্দ্ররাওর দুহিতার পাণিগ্রহণ-কামনায় সম্বন্ধ সাব্যস্ত করিতে দুই জন দূত পাঠাইয়া দিয়াছেন।

রঘুবল্লাল ও শাম্বজী পঞ্চবিংশতি মাওলীসমভিব্যাহারে জৌলিতে উপনীত হইলে রাজা চন্দ্ররাও তাঁহাদিগের যথোচিত সমাদর করিলেন; এবং মধ্যে মধ্যে তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতেও লাগিলেন। এইরূপে তাঁহারা ক্রমে ক্রমে রাজার বিশ্বাসভাজন হইয়া উঠিলে রঘুবল্লাল শাম্বজীর সহিত পরামর্শ করিলেন যে চন্দ্ররাও ও তদীয় ভ্রাতা এই দুই জনকে নির্জ্জনে নিহত করিতে

হইবে। তাহাদিগের এই পরামর্শ একপ্রকার স্থির হইলে রঘুবল্লাল সত্বর শিবজীর নিকট সংবাদ প্রেরণ করিলেন। শিবজীও এই ব্যাপার সুসমাহিত করিবার নিমিত্ত অতি গোপনে ঘাট্ প্রদেশে কতগুলি সৈন্য পাঠাইয়া দিলেন, এবং তিনি যেন অন্য কোন কর্ম্মে ব্যস্ত আছেন এইরূপ ভাব প্রকাশ করিয়া রাজগড়হইতে পুরন্দরে যাত্রা করিলেন। পরে তিনি তথাহইতে রাত্রিযোগে সত্বরে মহাবিলেশ্বর গ্রামে গমন করিয়া নিকটবর্ত্তী জঙ্গলে স্বকীয় সৈন্যদলের সহিত মিলিত হইলেন। এইরূপে সমস্ত প্রস্তুত হইলে রাজা ও তদীয় ভ্রাতার সহিত রঘুবল্লাল নির্জ্জনে সাক্ষাৎ করিবার কল্পনা করিলেন; ঐ নির্দ্দিষ্ট স্থানে শাম্বজী মাত্র সমভিব্যাহারে গিয়া উপস্থিত হন। পরে তাঁহাদিগের পরস্পর বাক্যালাপ হইতে আরম্ভ হইলে রঘুবল্লাল সহসা সমুত্থিত হইয়া তীক্ষ্ণধার ছুরিকাদ্বারা রাজাকে নিহত করিলেন। ঐ অবকাশে শাম্বজী তদীয় ভ্রাতাকে বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন। তাঁহাদিগের সহচর মাওলীগণ পূর্ব্বেই প্রস্তুত হইয়াছিল; এই কার্য্য হইবামাত্র তাঁহারা তাহাদিগের সহিত একত্র পলায়নপরায়ণ হইয়া সন্নিহিত অরণ্যমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। শিবজী পূর্ব্বনির্দ্দেশানুসারে উহাদিগের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইয়া আসিতেছিলেন কিয়দ্দূরেই তাঁহাদিগের সকলের পরস্পর সন্দর্শন ও সম্মিলন হইল।

অনন্তর রাজার হত্যানিবন্ধন নগর মধ্যে মহা গোলযোগ উপস্থিত হইলে, শিবজী অবসর পাইয়া স্বকীয় সমস্ত সৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে একেবারে চতুর্দ্দিক্ হইতে নগর আক্রমণ করিলেন। রাজার পুত্রদ্বয় ও

মন্ত্রী হিম্মৎরাও ঈদৃশ শোকাবহ ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনায় কিছুমাত্র ভীতচিত্ত না হইয়া প্রতিহিংসার্থী প্রভুপরায়ণ সৈনিক পুরুষদিগকে সঙ্কলিত করিয়া নগররক্ষার্থে ঘোরতর-সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু স্বভাবের বেগ একান্ত অনিবার্য্য; নৃপতিবিয়োগ-দুঃখ এমত অন্তর্বিদ্ধ হইয়াছিল যে তাঁহাদিগের ঐ সাহস ঐ বিক্রম ও তাদৃশ সমর-পারদর্শিতা প্রতিপদেই স্খলিত হইতে লাগিল। পরিশেষে হিম্মৎরাও রণশায়ী হইলেন; এবং অবিলম্বে রাজকুমারেরা শিবজীর সম্পূর্ণ আয়ত্ত হইয়া পড়িলেন।

শিবজী অল্প দিবস মধ্যেই মৃত চন্দ্ররাওর যাবতীয় বিভব সম্পত্তি আপনার আয়ত্ত করিয়া লইলেন। পরিশেষে উজীরগড় তাঁহার হস্তগত হইলেও শিবৎক্ষোরা তাঁহার পারতন্ত্র্য স্বীকার করিলে তাঁহার জৌলীর বিজয়লাভ সর্ব্বতোভাবে সম্পূর্ণ হইল। অতঃপর চন্দ্ররাওর পুত্রেরা শিবজীর অনুগত হইয়া থাকিলেও তদীয় মতানুসরণ না করাতে অনুগৃহীত হইতে পারিল না। দৌর্ভাগ্যক্রমে তাহারা গোপনে বিজয়পুরের রাজার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করাতে তাহাদিগকে অকালে কালনিলয়ে যাত্রা করিতে হইয়াছিল।

অনন্তর শিবজী রোহিরা নামক দুর্গ আক্রমণের উপক্রম করিয়া কতকগুলি বলবান উপযুক্ত মাওলী সৈন্য সমভিব্যাহারে রাত্রিযোগে সিঁড়ি লাগাইয়া দুর্গমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। বান্দাল নামক তত্রত্য দেশমুখ তৎকালে দুর্গমধ্যেই ছিলেন। তিনি উপস্থিত বিপদে ভীত না হইয়া যুদ্ধার্থ অস্ত্রপাণি অগ্রসর হইলেন; এবং বিপক্ষীয় সৈন্যসঙ্খ্যা অপেক্ষাকৃত অধিক হইলেও তদীয়

সৈন্যগণ সাহসপূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে লাগিল। কিন্তু পরিশেষে বান্দাল নিহত হইলে শিবজীর বিজয়লাভ হইল। বা-জী-প্রভু নামক একজন দেশপাণ্ডা তত্রত্য সৈন্যমধ্যে প্রধান যোদ্ধা ও বিখ্যাত পুরুষ ছিলেন। শিবজী তাঁহার সহিত যথোচিত সদ্ব্যবহার করিলেন, এবং তদীয় পৈতৃক বিষয়েই তাঁহাকে অধিষ্ঠাপিত করিয়া রাখিলেন। শিবজীর সহিত বা-জী-প্রভুর একটা বংশ সম্বন্ধ ছিল, এবং তিনি সকল কার্য্যেই শিবজীর মতানুযায়ী হইয়া চলিতেন; এ জন্য শিবজী সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তদীয় হস্তে কতকগুলি পদাতিক সৈন্যের কর্তৃত্বভার সমর্পিত করেন। বা-জী-প্রভুও উপযুক্ত রূপে ঐ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

১৬৫৬ খ্রীষ্টাব্দে নীরা ও কুইন নদীর তীরবর্ত্তি স্থান-সমুদায়ের ও পারঘাট নামক প্রদেশের পরি-রক্ষণের নিমিত্ত শিবজী কৃষ্ণা-নদীর উৎপত্তি স্থান সন্নিহিত এক উচ্চ ভূধরের উপর একটী দুর্গ নির্ম্মাণের কল্পনা করিলেন। মোরু-ত্রিম্মল-পিঙ্গল নামক এক জন দেশস্থ ব্রাহ্মণের উপর ঐ কার্য্য নির্ব্বাহের ভার অর্পিত হয়। ইনি ইতিপূর্ব্বে পুরন্দর দুর্গে সেনাধ্যক্ষের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। ইঁহার পিতা যখন কর্ণাট প্রদেশে শাহ-জীর অধীনে ছিলেন তখন ইনি অতি বালক হইলেও সর্ব্বদা তাঁহারই সঙ্গে থাকিতেন। পরে কর্ণাটহইতে মহারাষ্ট্রদেশে আসিয়া কিয়দ্দিনানন্তর শিবজীর সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। বাল্যকালাবধি রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করাতে এ বিষয়ে ইঁহার বিলক্ষণ পারকতা জন্মিয়াছিল। এই ব্যক্তি ঐ অভিনব দুর্গটী এমত সুন্দর

রূপে নির্ম্মিত করিলেন, এবং যে কার্য্যে নিযোজিত হয়েন তাহাই এত শীঘ্র সুচারু রূপে নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন যে শিবজী সাতিশয় প্রীত হইয়া তাঁহার প্রতি নানা কার্য্যের ভার দিতে লাগিলেন। নবপ্রস্তুত দুর্গের নাম প্রতাপগড় রাখা হয়।

এইকালে শ্যামরাজপন্থ নামক একজন ব্রাহ্মণ শিবজীর প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। শিবজী তদীয় সম্মানার্থ তাঁহাকে পদবী প্রদান করেন। মহারাষ্ট্রদেশের নিয়মানুসারে মন্ত্রী শ্যামরাজের হস্তে বহুসংখ্য সৈন্যের অধ্যক্ষতা-ভারও সমর্পিত ছিল।

এইকাল পর্য্যন্ত শিবজী কেবল বিজয়পুর-রাজ্য লইয়াই ছিলেন, অন্যত্র হস্তক্ষেপণ করিতে সাহসী হয়েন নাই। এক্ষণে নানা স্থানের বিজয় লাভে স্বকীয় ক্ষমতা ও বল বর্দ্ধিত হওয়াতে অসীম সাহসী ও সাতিশয় সমরোৎসাহী হইয়া দিল্লীর পাদশাহের সাম্রাজ্য মধ্যেও লুট করিতে আরম্ভ করেন। এই ব্যাপারের বিশেষ বিবরণ জ্ঞাপনার্থে উক্ত সাম্রাজ্যের তাৎকালিক অবস্থা-বিষয়ে কিঞ্চিৎ লিখিতে হইল।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

মীর জুমলার বৃত্তান্ত, শাহজহাঁ ও বিজয়পুরাধিপতির বিবাদ। অওরঙ্গজেবের রাজ্যপ্রাপ্তি ও তাঁহার পিতার কারা প্রবেশ। শিবজীর জুলীর নগরপ্রাপ্তি; ও সৈন্যের বৃদ্ধি। ফতেখাঁ সীদির সহিত শিবজীর যুদ্ধ; বিজয়পুরাধিপতির আজ্ঞায় শিবজীর দমনার্থে আফজুল খাঁর যুদ্ধযাত্রা। আফজুল খাঁর সহিত শিবজীর সাক্ষাৎ ও আফজুল খাঁর নিধন।

১৬৩৬ খ্রীষ্টাব্দের পর কএক বৎসর মোগলেরা নিরুপদ্রবে দক্ষিণ-রাজ্যে স্বীয়বাহুবল বিস্তার করিয়া আসিতেছিল। ১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দে যুবরাজ অওরঙ্গজেবকে উক্ত রাজ্যের অধ্যক্ষতার ভার সমর্পিত হইলে তিনি তাঁহার প্রকৃতিসিদ্ধ যুদ্ধানুরাগিতা-প্রযুক্ত সমরানল প্রজ্বলিতকরণার্থে বিশেষ চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। তাঁহার এই মনোরথ অচিরেই পূর্ণ হয়। তৎকালে প্রসিদ্ধ মীর জুমলা গলকণ্ডাধিপতি কুতব শাহের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। তিনি আদৌ হীরকাদি বহুমূল্য মণিমাণিক্যের ক্রয়বিক্রয় করিতেন; পরে ব্যবসায়ের উপায়ে অনেক রাজাদিগের নিকট পরিচিত এবং অসামান্য ধীশক্তি ও বৈভবের মর্য্যাদায় সর্ব্বত্র সম্মানিত হয়েন। তাঁহার স্বগুণলব্ধ মন্ত্রিপদ প্রাপ্তির পূর্ব্বাবধি তিনি দিল্লীর রাজসভায় বিলক্ষণ প্রতিপন্ন ছিলেন।

একদা ঐ মন্ত্রীর পুত্র মুহম্মদ আমীন দুর্ম্মতি-বশতঃ

কুতব শাহের কোন অবমাননা করাতে রাজসন্নিধানে দণ্ডিত হয়। তাহাতে মীর জুম্‌লা অপত্যস্নেহানুরোধে এই ব্যবহারের প্রতিবিধানার্থ বাদশাহের শরণাপন্ন হইলে অওরঙ্গজেব নিজ অভীষ্ট সাধনের সমুচিত কাল পাইয়া ঐ বিষয়ে তাঁহার আনুকূল্য করেন; সুতরাং তাঁহাদের পরস্পরের সুদৃঢ় প্রণয়-সম্বন্ধ হয়। অনন্তর শাহজঁহা শরণাগতের সাপেক্ষ হইয়া কুতব শাহকে এক কঠোর পত্র লেখেন। কুতব-শাহ তাহা অবগত হইয়া বাদশাহের অকারণ বৈরিতাচরণে বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া মুহম্মদ আমীনকে কারারুদ্ধ ও তাহার পৈতৃক বিষয়-সম্পত্তি হস্তগত করেন। তাহাতে শাহজঁহা রোষপর-বশ হইয়া এই ঔদ্ধত্য ও প্রতিযোগিতাচরণ খণ্ডনার্থে অওরঙ্গজেবকে দলবলের সহিত গলকণ্ডায় যাত্রা করিতে আদেশ করেন। রাজকুমার ঐ বরই প্রার্থনা করিতেন; আজ্ঞাপ্রাপ্তিমাত্র বিবিধ কলকৌশলে সহসা শত্রুরাজ্যে উপস্থিত হইয়া আশাতীত জয়লাভ-পূর্ব্বক মুহম্মদ আমীনকে কারামুক্ত ও মীরজুম্‌লার সমস্ত সম্পত্তি পুনরুদ্ধৃত করিয়া দিলেন। মীর জুম্‌লা পুনর্ব্বার গলকণ্ডা-দেশের প্রধান মন্ত্রিত্বপদে অভিষিক্ত হয়েন, পরন্তু তাঁহার মিত্র যুবরাজ অওরঙ্গজেবের অনুবর্ত্তী থাকিয়া কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেন।

এই সময়ে বিজয়পুরের অধিপতি মুহম্মদ আদিল শাহ্ এক উৎকট রোগাক্রান্ত হইয়া ১৬৫৬ খ্রীষ্টাব্দে মানবলীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র সুলতান আলী আদিলশাহ সিংহাসনারূঢ় হয়েন। রাজ্যভারগ্রহণের পূর্ব্বে একবার দিল্লীর বাদশাহকে তদ্বি-

ষয়ে জ্ঞাত করা ও তাঁহার যথাযোগ্য সম্মান ও পূজা করা তৎকালে রাজাদিগের এক প্রথা ছিল। নবভূপতি এই রীতির অন্যথাচরণ করিবাতে অওরঙ্গজেব চির-প্রার্থিত বিজয়পুর আক্রমণ করিবার অদ্বিতীয় সুযোগ দেখিয়া পিত্রাদেশ-গ্রহণ-পূর্ব্বক বহুসৈন্য-সমভিব্যাহারে বিজয়পুরে যাত্রা করিলেন। বিজয়পুরের রাজা এই আকস্মিক সমরোদ্যমের বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া সত্বর সৈন্য সঙ্গ্রহ করত যথাসাধ্য অশ্ব পদাতি সঙ্গে দিয়া তাঁহার প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ খাঁ মুহম্মদকে সমরোন্মুখ করেন। এই সঙ্কটে সরজীরাও ঘাটগে ও বাজীরাও ঘোরপুরে প্রভৃতি মহারাষ্ট্রীয় জায়গীরদার মহোদয়েরা তাঁহার সময়োচিত সহায়তা করণে ত্রুটি করেন নাই।

অওরঙ্গজেব প্রবলতর সৈন্যদলের সহিত বিজয়পুরে উপস্থিত হইয়া প্রথমে কালিয়ান দুর্গ, ও ক্রমে শত্রুপক্ষের আর২ প্রধান২ স্থান আক্রমণ-পূর্ব্বক তত্তাবৎ হস্তগত করিলে বিজয়পুরেশ্বর ভগ্নদল ও হীনবল হইয়া অগত্যা আপনার হানি স্বীকার করিয়াও সন্ধি সংস্থাপিত করিতে উদ্যত হইলেন; কিন্তু বিজয়পুর-রাজ্যের স্বাধীনতা এককালে উচ্ছেদ করা অওরঙ্গজেবের অভিলাষ ছিল; অতএব তিনি ঐ সঙ্কল্প-সাধনে যত্ন করিতে নিযুক্ত রহিলেন। এমত সময়ে দৈব পিতার কোন সাঙ্ঘাতিক পীড়ার সংবাদ পাইয়া তৎকালে ঐ চেষ্টাহইতে তাঁহাকে বিরত হইতে হইল। উপস্থিত উৎকট রোগে পিতার মৃত্যুশঙ্কা করিয়া তাঁহার পুত্রেরা স্বস্ব দলবল সঙ্গহ-করণ-পূর্ব্বক সিংহাসন প্রাপ্তির চেষ্টা করিতে ছিলেন। জ্যেষ্ঠপুত্র দারা শেকোঃ তৎকালে শা-

ইহাঁহার নিকট থাকিবায় অবিরোধে রাজ্যের কর্ত্তৃত্বভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। ফলতঃ ভ্রাতৃগণের মধ্যে বুদ্ধি ও পরাক্রমশালী অওরঙ্গজেবকেই তাঁহার বিশেষ ভয় করিবার কারণ ছিল। অওরঙ্গজেব কোরাণোল্লিখিত বিবিধ কৃচ্ছ্রসাধ্য নিয়মের প্রতিপালনরূপ কপটধর্ম্মানুরাগের অবগুণ্ঠনে আন্তরিক কুটিলভাব ও প্রবল বিজিগীষা সংবরণ করিয়া লোকদিগকে প্রতারণা করিতেন। প্রভৃত এইরূপ ভাক্তত্ব-পাশে তাঁহার আরং ভ্রাতাদিগকে আবদ্ধ করিয়া জ্যেষ্ঠকে পরাজিত ও পরে তাঁহার প্রাণ সংহার করেন। অবশেষে নানা প্রতারণার কৌশলে বৃদ্ধ পিতাকে সিংহাসনচ্যুত ও এক সহোদরকে কারাবদ্ধ এবং অপরকে যুদ্ধে পরাজিত করণপূর্ব্বক স্বয়ং সিংহাসনারূঢ় হইয়া নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগ করিতে লাগিলেন।

যৎকালে অওরঙ্গজেব বিজয়পুর আক্রমণ করেন তৎকালে শিবজী আপনাকে বাদশাহের নিতান্ত অনুগত বলিয়া তাঁহাকে বিবিধ-বিনয় গর্ভ এক পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাহাতে অওরঙ্গজেব তাঁহার অধিকৃত বিজয়পুরের কোন স্থানে হস্তক্ষেপ করেন নাই; বরং তাঁহার নম্রতাতিশয়-দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া সাগরসন্নিহিত দাবল্ ও তদধীনস্থ কতিপয় দেশের আধিপত্য তাঁহাকে সমর্পিত করিয়াছিলেন। পরন্তু শিবজী আপনাকে অওরঙ্গজেবের আজ্ঞাবর্ত্তী বলিয়া ব্যক্ত করিলেও সুযোগ পাইলে দেশ-বিদেশ আক্রমণ ও লুণ্ঠন প্রভৃতি স্বজাতীয় ধর্ম্ম পালনে ত্রুটি করিতেন না। অপিচ যাহাতে সমধিক অশ্ব ও পদাতিক লইয়া অচিরে মোগলাধিকার

আক্রমণ করিতে পারেন নিয়ত এমত চেষ্টা করিতেন। ক্রমে অশ্ব ও লোকের সঙ্খ্যা বৃদ্ধি হইলে, ১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দে শিবজী মোগলদিগের অধীনস্থ জুনীর নগর লুট করিয়া এক রাত্রিতে তিন লক্ষ মুদ্রা, দুই শত অশ্ব, বহুমূল্য বস্ত্র ও আর২ দ্রব্যাদি হস্তগত করেন। প্রথম উদ্যমের আশাপূর্ণ-ফল-লাভের উৎসাহ পাইয়া তিনি পেটা দুর্গ আক্রমণার্থ অহমদনগরে যাত্রা করিলেন; কিন্তু তথায় সম্পূর্ণ জয়লাভ করিতে পারেন নাই; কেবল সাত শত ঘোটক ও চারিটী হস্তী লইয়া কষ্টে পলায়ন করিতে হইয়াছিল।

অনন্তর পূনানগরে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া শিবজী আপন অশ্বের সঙ্খ্যা বৃদ্ধি-করণার্থ বিশেষ যত্ন পাইতে লাগিলেন। তিনি নানা স্থানহইতে অশ্ব-সংগ্রহ-করণ-পূর্ব্বক অধীনস্থ বর্গীদিগকে তদারূঢ় করাইয়া সমরোপযোগি শিক্ষায় নিয়োগ করিলেন। এই সময়ে তিনি মহারাষ্ট্রীয় সিলিদারদিগকেও সৈন্যভুক্ত করেন। অপর মঙ্কাজী দোতন্দে নামক তাঁহার প্রাচীন অশ্বসৈন্যাধ্যক্ষের মৃত্যু হইলে নিত্যজী পলকার নামে কোন সাহসিক যোদ্ধাকে তৎপদে নিযুক্ত করেন। সিলিদারদের উপর নিত্যজীর যথেষ্ট প্রভুত্ব ছিল বটে, কিন্তু তিনি স্বভাবতঃ নিষ্ঠুর ও ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞানরহিত ছিলেন।

সে যাহাহউক এই সময়ে মোগলদিগের অনপেক্ষিত জয়লাভের বার্ত্তাশ্রবণে শিবজী বিজয়পুরের আসন্ন বিপদ্ দেখিয়া আপনার পূর্ব্বাপরাধজন্য সন্ধুচিত অনুতাপ প্রকাশপূর্ব্বক প্রথমতঃ অওরঙ্গজেবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া পাঠান। ঐ প্রার্থনার ফলও

স্বরায় উপলব্ধ হয়, যেহেতু তাহার অনতিবিলম্বে অওরঙ্গজেব রাজসম্পর্কীয় কার্য্যবিশেষে বিব্রত হইয়া উত্তরাভিমুখে যাত্রা করিলে শিবজী সুযোগ বোধে উপস্থিত সঙ্কটে অওরঙ্গজেবকে সাহায্য করিতে চাহিয়া তৎপুরস্কারস্বরূপ কণথল ও মোগল রাজ্যান্তর্গত কিয়দংশের জায়গীরী প্রার্থনা করণার্থে পুনর্ব্বার কৃষ্ণজীভাস্কর-নামক কোন বিশ্বস্ত অনুচরকে তাঁহার সমীপে প্রেরণ করেন। অওরঙ্গজেব তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়াও কার্য্যোদ্ধারার্থে তাহাতে সম্মত হইয়াছিলেন।

শিবজী কণথল দেশ অধিকার করণের প্রত্যাশায় প্রথমে সাগর সন্নিকটস্থ দুর্গসকল আয়ত্ত-করণপূর্ব্বক ক্রমশঃ পাঠান ও মুসলমানদিগকে দলভুক্ত করিয়া সৈন্য-সঙ্খ্যা বৃদ্ধি করেন। রঘুবরলাল নামক এক জন ব্রাহ্মণকে ইহাদিগের অধ্যক্ষতার ভার সমর্পিত হয়। ঐ সৈন্য প্রস্তুত হইলে শিবজী শ্যামরাজ পন্থকে ফতে খাঁ সীদীর রাজ্যাক্রমণার্থে প্রেরণ করেন। কিন্তু তাঁহার বিপক্ষের প্রবলতর-সৈন্যকর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া শ্যামরাজের অনেক লোক বিনষ্ট হয়। শিবজী এই প্রথম পরাভবের পর কিঞ্চিৎ ভগ্নোৎসাহ হইয়া শ্যামরাজ পন্থকে অবমানিত করিয়া তৎপদে রঘুনাথ পন্থকে সংস্থাপিত করেন। সীদী তাহাতেও সম্যগ্রূপে শত্রু প্রাদুর্ভাব দমন করিয়াছিলেন, এবং তাহার অবিলম্বেই বর্ষাঋতুর সমাগম হওয়াতে শিবজীর আশা এককালে ধ্বস্ত হয়।

অতঃপর বিজয়পুরের রাজকর্ম্মচারিদের মধ্যে আত্ম-

বিচ্ছেদ ও বিষম কলহ বিসংবাদ উপস্থিত হওয়াতে উক্ত রাজ্য প্রায়ঃ উচ্ছিন্ন যাইবার উপক্রম হয়। অপেক্ষাকৃত তরুণবয়স্ক আলী আদিল শাহ বিদ্রোহ-প্রবাহের বেগ নিবারণ করিতে না পারিয়া রাজ্যশাসনে অশক্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার বিশ্বাসঘাতক মন্ত্রী খাঁ মুহম্মদ এই উপদ্রবের সময়ে বিনষ্ট হয়। পরন্তু সর্ব্বাপেক্ষা শিবজীর দৌরাত্ম্য তাঁহার অধিকতর ক্লেশ-কর হইয়াছিল; অতএব তাঁহারই দমনার্থে সকলে এক-বাক্য ও স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইলেন। এই অভিপ্রায়ে পাঁচ সহস্র অশ্ব, সাত সহস্র পদাতি এবং নানাবিধ আগ্নে-য়াস্ত্রাদি সমেত এক বৃহৎ সৈন্যদল সঙ্গৃহীত হয়; এবং অফজুল খাঁ নামে এক প্রসিদ্ধ পরাক্রমশালী সেনানী তদধিপতিত্বের ভার স্বয়ং ইচ্ছানুসারে গ্রহণ করেন। যুদ্ধযাত্রার পূর্ব্বে বিদায়-কালে তিনি মুসলমানদিগের স্বভাবসিদ্ধ দাম্ভিকতা প্রকাশ-করণ-পূর্ব্বক ব্যক্ত করেন, যে তিনি অবশ্যই সাধারণের শত্রু শিবজীকে শৃঙ্খলবদ্ধ করিয়া বিজয়পুরের সিংহাসনের পদতলে নিক্ষিপ্ত করি-বেন। ফলতঃ তাঁহার যে সাহস ও বলবীর্য্য তাহাতে এবম্ভূত উক্তি নিতান্ত অযোগ্য হয় নাই। অনন্তর অফজুল খাঁ প্রথমে পুরন্দরপুর, পরে তথাহইতে বারি-দেশে গমন করেন।

শিবজী তৎকালে প্রতাপগড়ের শিবির সংস্থাপন করিয়াছিলেন। মুসলমানদিগের আগমনবার্ত্তা প্রচার হইলে তিনি অফজুল খাঁকে অতি বিনয়-গর্ভ পত্রাদি প্রেরণ করিতে লাগিলেন; যেহেতু বাক্যে সম্প্রীতি দর্শাইয়া লোকদিগকে প্রতারিত করিতে তাঁহার কোন

সংশয় হইত না। অফ্‌জুল খাঁ শিবজীর পুনঃ২ সন্ধি-সূচক প্রস্তাবের প্রকৃত মর্ম্মের অনুধাবনার্থে অনেক বিবেচনানন্তর পন্থজী গোপীনাথ নামা এক ব্রাহ্মণকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করেন। পন্থজী গোপীনাথ শিবজীর নিকট উপস্থিত হইলে তিনি যথাযোগ্য কুশল সম্ভাষণের পর শিবিরের অবিদূরে তাঁহার বাসস্থান নিরূপণ করিয়া দেন। পরে সকলে সুষুপ্ত হইলে তিনি মধ্য নিশীথ সময়ে গোপনে পন্থজীর আবাসে উপনীত হইয়া তাঁহার সহিত হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুদিগের সাপেক্ষ কথোপকথন করিতে লাগিলেন। ভগবতী ভবানীর আদেশে গোব্রাহ্মণ রক্ষার্থে এবং পতিত হিন্দুধর্ম্মের উদ্ধারণার্থে নানাস্থানিক দেবালয় ও দেবতার অপভ্রংশকারি দুরন্ত যবনদিগের উচ্ছেদ করণার্থে তিনি তাহাদের বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করিয়াছেন। এবম্বিধ নানারূপ বচনবৈদগ্ধীদ্বারা এবং কিঞ্চিৎ ধনদানে ব্রাহ্মণকে মুগ্ধ করিয়া অফ্‌জুল্ খাঁর সহিত সাক্ষাতের কথা ধার্য্য করেন।

কৃষ্ণজী ভাস্কর এই সকল ব্যাপার অবগত হইয়া পন্থজী গোপীনাথের সমভিব্যাহারে অফ্‌জুল্ খাঁর শিবিরে যাত্রা করেন। অফ্‌জুলু খাঁ শিবজীর বারম্বার বিনয়-গর্ভ পত্রাদিতে ইতিপূর্ব্বে কিঞ্চিৎ নম্র হইয়াছিলেন, এক্ষণে পন্থজীর প্ররোচনাবাক্যে তাঁহার বিশেষ বিশ্বাস জন্মিল, এবং শিবজীর সহিত সাক্ষাতের প্রস্তাবেও তিনি সম্যক্ সম্মতি প্রদান করিলেন। পরে এই শুভ ঘটনা শিবজীর সুগোচর হইলে তিনি স্বাভীষ্টসাধনের কাল নিকট দেখিয়া পরম আহ্লাদিত হইলেন; এবং প্রতাপগড়ের নিকটেই মিলনের এক স্থান নিরূপিত করিয়া

তাহার চারিদিক্ রুদ্ধ করত কেবল একমাত্র যাতায়াতের পথ প্রস্তুত করিলেন। অপর কণখল হইতে কএক হাজার মাওলী-জাতীয় পদাতির সহিত মৌরপন্থ এবং নিত্যজী পলকারকে আহ্বান করিয়া তাহাদিগকে স্বীয় নিষ্ঠুর অভিসন্ধির বিষয় অবগত করিলে তাহারা সসৈন্যে দুর্গের চতুর্দ্দিক্ রক্ষা করিতে লাগিল। এইরূপ সমুদায় বিষয় স্থির হইলে পর অসন্দিগ্ধচিত্ত অফ্‌জুল্ খাঁ সামান্য শুক্ল পরিচ্ছদ পরিধানপূর্ব্বক জনৈক ভৃত্যমাত্র লইয়া শিবিকারোহণে সন্দর্শনের নিরূপিত স্থানে যাত্রা করিলেন।

এদিকে শিবজী সচরাচর নিয়মানুসারে সে দিবসও তাঁহার নিত্য নৈমিত্তিক পূজা আহ্নিকাদি সমাপন করিয়া মাতৃচরণে প্রণাম করতঃ স্বীয় শিবিরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তথায় লৌহকবচে শরীর বিভূষিত ও পার্শ্বদেশে নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র গোপন করিয়া হস্তের অঙ্গুলিতে মহারাষ্ট্রীয়দিগের মধ্যে প্রচলিত "ব্যাঘ্রনখ" নামা অস্ত্র সংবদ্ধ করত মৃদুভাবে দুর্গহইতে বহির্গমন করিলেন। উক্ত খাঁ তাঁহার অনেক পূর্ব্বেই আসিয়াছিলেন; অধিক বিলম্বে অধৈর্য্য প্রকাশ করিতেছেন, এমত সময়ে শিবজী এক জন ভৃত্যের ন্যায় তথায় উপস্থিত হইলেন। সম্ভাষণাদি কার্য্যের পূর্ব্বে প্রচলিত প্রথানুসারে যেমন উভয়ে আলিঙ্গন করিবেন বিশ্বাসঘাতক শিবজী তাঁহার অঙ্গুলিস্থ ব্যাঘ্রনখ অফ্‌জুল খাঁর বক্ষঃস্থলে নিবিষ্ট করিলেন। তাহাতে তিনি "হাহাকার" করত তরবারের এক আঘাত করেন, কিন্তু শিবজীর অভেদ্য লৌহবর্ম্মে তাহার কোন ফল দর্শিল না; এইরূপ কিয়ৎক্ষণ সঙ্গ্রামের পর অফ্‌জুল খাঁ বেষ্টনকারী

সৈন্যদলদ্বারা আক্রান্ত হইয়া বিদীর্ণ-কলেবরে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

সপ্তম অধ্যায়।

শিবজীকর্ত্তৃক পানালাদুর্গের বিজয়, সীদী জোহরের যুদ্ধযাত্রা। পানালাহইতে শিবজীর পলায়ন। শিবজীর বিপক্ষে বিজয়পুরাধিপতির যুদ্ধযাত্রা। শিবজীকর্ত্তৃক বাজীর পরাজয়, শাইস্তাখাঁর প্রতি শিবজীর চাতুর্য্য। সুরটরাজ্যের বিজয়। শাহজীর মৃত্যু। শিবজীকর্ত্তৃক মক্কা-তীর্থ-যাত্রীর ধনাপহরণ. তদ্ধেতু অওরঙ্গজেবের ক্রোধ ও যুদ্ধায়োজন। শিবজীর বিপক্ষে জয়সিংহ ও দেলেরখাঁর যুদ্ধযাত্রা। যুদ্ধে শিবজীর অপারকতা বিধায় তাঁহার সহিত সন্ধি। শিবজীর দিল্লীযাত্রা ও তথাহইতে পলায়ন। জয়-সিংহের পদচ্যুতি।

সীদী যতে খাঁ প্রবল-বলশালী অফ্জুল খাঁর সমর-সজ্জার আড়ম্বরে উৎসাহিত হইয়া শিবজীর অধিকৃত সন্নিহিত গ্রামসকল আক্রমণ করেন। শিবজী উক্ত সৈন্যাধ্যক্ষ তাঁহার সৈন্য সমুদায় পরাভূত করিয়াছে, অবগত হইয়া প্রকাশ্য-বৈরিতাচরণ সংবরণ করা বিধেয় বিবেচনায় সত্ত্বর পলায়ন করিলেন। শিবজী, পানালা-দুর্গ হস্তগত করিয়া আপন মনোগত উদ্দেশ্য হইলেও, সীদীর অপরাধের সমুচিত দণ্ড দিবার অভিপ্রায় বাহ্যে প্রকাশ করিয়া যথাযোগ্য দল-বলবৃদ্ধি করিতে লাগি-লেন। পরন্তু ইহাতেই তাঁহার উক্ত উদ্দেশ্য-সাধনের বিলক্ষণ আনুকূল্য হইয়াছিল। পানালা-দুর্গের অধ্যক্ষ,

তাঁহার মন্ত্রণায় ও প্রলোভপ্রদর্শনে বশীভূত হইয়া তাঁহাকে অবাধে দুর্গসমর্পণ করিতে অঙ্গীকার করিয়াছিল। তাহাতে শিবজী বিজয়পুর-রাজের কোন গূঢ়াভিসন্ধির প্রতি সন্দিগ্ধমনা হইয়া স্বীয় অনুচরদ্বারা তাহার তথ্য নিশ্চয় করত অবিলম্বেই দলবলসহ ঐ দুর্গ অধিকৃত করিলেন। ফলতঃ এত সুগম হইলেও ঐ ব্যাপার বিনা রক্তপাতে সুসম্পন্ন হয় নাই; যেহেতু বিজয়পুরাধিপতির রুস্তমজিমান নামক একজন সেনানী তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে; কিন্তু শিবজী তাহাকে হতসৈন্য করিয়া কৃষ্ণানদীর পরপার পর্য্যন্ত তাড়িত করিয়াছিলেন। পানালা-দুর্গ হস্তগত হইলে শিবজী নিকটবর্ত্তি ভূধরগর্ভান্তর্গত আর২ স্থানসকলের আক্রমণের জন্য পৃথক্২ সৈন্যদল প্রেরণ করিতে লাগিলেন, এবং ক্রমশঃ রাজাপুর দাবুল প্রভৃতি প্রসিদ্ধ স্থানসকল অধিকৃত করিলেন। তাহাদের লুটের সমুদায় দ্রব্য রাজগড়ে নীত হয়।

অফজুল খাঁর মৃত্যু ও রুস্তমজিমানের পরাভব এবং শত্রুহস্তে পতনে সকলেই অতিশয় চিন্তিত ও মহাভীত হইয়াছিল। অনন্তর শিবজীকে বিজয়পুর-রাজধানীর দ্বারবর্ত্তী দেখিয়া তাহাদের উদ্বেগের আর পরিসীমা রহিল না। নগরস্থ সকলেই পরস্পর দ্বেষভাব বিসর্জন করিয়া ঐকবাক্যে কেবল শত্রুনাশের উপায় চিন্তা করিতে লাগিল। অল্পকালের মধ্যেই একটি উপযুক্ত সেনা সঙ্গৃহীত হইলে পর এবিসীনিয়া দেশীয় সীদী জোহর নামে একজন সাহসিক সেনাপতি তাহাদিগকে লইয়া পানালার পুনরুদ্ধারণার্থে যাত্রা করিল। এই সঙ্গে অফজুল খাঁর পুত্র ফাজিল খাঁ প্রবল প্রতিবিধিৎসার পর-

তন্ত্র হইয়া পিতৃহন্তার প্রতিবিধানার্থে গমন করিয়াছিলেন। এদিকে সীদী ফতে খাঁ বিজয়পুরের সমরোদ্যম দেখিয়া পূর্ব্বমত দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিলেন। শিবজী রঘুনাথ পন্থকে একদল সৈন্যের সহিত সীদীর বিপক্ষে প্রেরণ করিয়া পানালার প্রাধান্য বিবেচনায় তাহার রক্ষণার্থে স্বয়ং তথায় অবস্থান করিলেন। কিন্তু তথায় শত্রুগণদ্বারা পরিবেষ্টিত হইলে বিবেচনা করিতে লাগিলেন যে তাঁহার এইরূপে পানালার দুর্গমধ্যে বদ্ধ থাকা যুক্তিসঙ্গত হয় না। যাহা হউক বিপৎপাতেও তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির কৌশল অভিভূত হইত না। একদা দুর্গান্তর্গত কোন নিভৃত স্থানহইতে সীদী জোহরের সাক্ষাৎকারলাভে তিনি বিবিধ বিনয়বাক্যে তাহার প্রীতি সম্পাদন করিয়া সসৈন্যে নিরাপদে বহিষ্কৃত হইবার অনুমতি প্রার্থনায় তাহাকে দুর্গ-সমর্পণ করিতে অঙ্গীকার করিলেন। সীদী জোহর এই অঙ্গীকারে বিশ্বাস করিয়া নিশ্চিন্ত হইলে তাহার সৈন্যসমূহ সংশয় শূন্য থাকাতে শিবজী স্বদল-বলসহ অন্ধকারাচ্ছন্ন রজনীতে অলক্ষিতভাবে সীদীর শিবিরের মধ্যদিয়া বহিসৃত হইলেন। অনেক দূর পলায়ন করিলে পর এই ব্যাপার সীদীর সৈন্যদিগের বুদ্ধিগোচর হইল। সীদী অফ্জুল খাঁর পুত্র ফাজিল্ খাঁ একদল সেনা সমভিব্যাহারে তাঁহার পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। শিবজী বা-জী প্রভু নামক একজন বিশ্বস্ত সেনানীকে সসৈন্যে নিকটস্থ এক পার্ব্বতীয় পথে সংস্থাপন করিয়া আপনি দ্রুতপদে রেঙ্গনা-নগরাভিমুখে যাত্রা করেন। এই সঙ্কেত স্থির করিয়াছেন যে "আমরা পঁহুছিলে নিরাপৎ-সুচক পাঁচ তোপধ্বনি হইবেক।" অনন্তর ফাজিল্

খাঁ শিবজীর অনুসরণ ক্রিয়ায় বা-জি-প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ হইলে পথিমধ্যে উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। প্রভু পূর্ব্বে কোন কারণবশতঃ শিবজীর সহিত কিঞ্চিৎ মনোভঙ্গে মনাগুর থাকিলেও উপস্থিত ব্যাপারে অসামান্য সাহস ও বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন। পরন্তু তিনি ক্রমে অধিকতর সৈন্যদ্বারা আক্রান্ত হইয়া আহত ও অবিলম্বে মৃত্যু-প্রাপ্ত হয়েন; কিন্তু প্রাণ-বিয়োগের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে শিবজীর নির্ব্বিঘ্নে দুর্গপ্রবেশের সাঙ্কেতিক তোপধ্বনি শুনিয়া ইতিকর্ত্তব্যতা-সাধনের পুরস্কারস্বরূপ প্রচুর পরিতোষ অনুভব করিয়াছিলেন।

শিবজীর পানালা-হইতে পরিত্রাণবার্ত্তা শ্রবণে সীদী জোহরের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া বিজয়পুরেশ্বর স্বয়ং যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। তিনি শিবজীর অচির-পরাভব স্থান-সকল নির্দ্দিষ্ট করিয়া পানালার দুর্গ অনতিবিলম্বেই হস্ত-গত করেন। শিবজী এ সময়ে বৃথা কালক্ষেপ করেন নাই; বরং তৎকালে কর্ণাটদেশে এক ভয়ানক বিদ্রোহ উপস্থিত হওয়াতে তত্রত্য সৈন্যদল ছিন্ন ভিন্ন ও অব্যবস্থিত হইয়া পড়িলে তিনি অনায়াসে রাজাপুর, রাজগড়, শৃঙ্গারপুর প্রভৃতি স্থানসকল স্বাধিকারভুক্ত করেন। পরন্তু শেষোক্ত দেশীয় হিন্দুমাত্রে তাঁহার ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ ব্যবহারে মনঃপীড়া প্রযুক্ত শৃঙ্গারপুর পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইলে তিনি ভবানী দেবীর পূজা ও যথোচিত ধর্ম্মনিষ্ঠা প্রকাশদ্বারা তাহাদিগকে এই বিরুদ্ধ সংস্কার-হইতে মুক্ত করিতে বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন।

ইতিমধ্যে কর্ণাট-দেশের বিদ্রোহে সীদী জোহরের সহকারিতা প্রচার হইবায় বিজয়পুর-রাজ তদ্দমনার্থে

বিহিত উপায় বিবেচনা করিতে লাগিলেন; এমত সময়ে বারিদেশ-বাসী সাবন্তেরা শিবজীর বিপক্ষে যুদ্ধোদ্যোগের সহায়তা প্রার্থনা করিয়া পাঠাইল। তিনি চিরবৈরী মহারাষ্ট্রীয় বীরপ্রধানকে দমন করা অতি আবশ্যক বোধ করিয়া আপনি বিদ্রোহিদিগের বিপক্ষে যাত্রা করিয়া বানোল ও বাজি নামক দুই জন সৈন্যাধ্যক্ষকে সাবন্তদলের সাহায্যে প্রেরণ করিলে,—বাজী প্রথমতঃ নিজ জায়গীর মধুপুরে যাত্রা করেন; পরে উপস্থিত ব্যাপারোদ্দেশের উপক্রম করিতেছেন ইত্যবসরে শিবজী গোপনে তাঁহার অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া তাহাকে সহসা আক্রমণ করাতে অনায়াসে জয়লাভ করেন, এবং মধুপুর অগ্নিদ্বারা ভস্মসাৎ করিয়া স্বধামে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। নিরাশ্রয় সাবন্তেরা মহাসঙ্কট উপস্থিতজন্য রক্ষাহেতু নানা স্থানে নিরর্থক প্রার্থনা করিয়া অগত্যা শিবজীর করুণায় আত্মসমর্পণ করিলে তিনি স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্মানুসারে শরণাপন্ন সাবন্তদিগকে স্বস্বাধিকারে পুনরায় স্থাপিত করিলেন। সাবন্তেরা পরাস্ত হইলে শিবজী এক দল পোতসৈন্য প্রস্তুত করিয়া জলপথে দারুণ দস্যুবৃত্তিদ্বারা যথেষ্ট ধন-সঞ্চয় করিয়াছিলেন; তথা ক্রমশঃ নানা দেশ বিদেশ ও মহাপরাক্রান্ত সৈন্যরাজির অধিপতি হইয়াছিলেন।

অওরঙ্গজেবের বিদেশযাত্রার পর শিবজী বিজয়পুরের সহিত এরূপ ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন যে হিন্দুস্থানের অপরাপর জয়সুলভ ঘটনার প্রতিও তাঁহার কোন দৃষ্টি ছিল না; এমন কি ইং ১৬৬১ সালের মে মাসে মোগলেরা কালিয়ান-ভিমণ্ডী নামক দুর্গ হস্তগত

করিলেও তিনি তাহার কোন প্রতীকার করিতে চেষ্টা করেন নাই। পরন্তু তিনি নিতান্ত নিরর্থক কালাতিপাত করিবার ব্যক্তি ছিলেন না। প্রস্তাবিত সময়ে এক বৃহৎ সৈন্য প্রস্তুত করিয়া মোরোপন্থকে পদাতিচয়ের অধ্যক্ষ এবং নিত্যজী পলকরকে অশ্বারোহিদিগের অধিপতি করেন। তাহারা উভয়েই স্বীয় বাহুবল বিস্তারদ্বারা স্বামীর মনস্তুষ্টি-সাধন করিয়াছিল, তাহাদের প্রতাপে মোগলেরা সতত সশঙ্কিত থাকিত।

বাদশাহ্ এই সকল উপদ্রব নিবারণার্থ শাইস্তা খাঁকে দক্ষিণ-রাজ্যের অধিপতি করিয়া শিবজীর বিপক্ষে অস্ত্রধারণে নিযুক্ত করেন। শাইস্তা খাঁ ঔরঙ্গাবাদ হইতে প্রথমে অহমদ-নগরে পরে তথাহইতে পূনাভিমুখে যাত্রা করিয়া পূনা অধিকার করণ-পূর্ব্বক তৎসন্নিহিত দেশ সকল জয় করেন। পরন্তু বহু যত্নেও তিনি স্বকার্য্যসাধনে সুসিদ্ধ হইতে পারেন নাই, এবং তাঁহার ন্যূনাধিক নয় শত সৈন্য রণশায়ী হয়। বাদশাহ্ অকস্মাৎ এই পরাজয়বার্ত্তা অবগত হইয়া বিস্মিত হইলেন; এবং অবিলম্বেই যোধপুরের রাজা যশোবন্ত সিংহকে শাইস্তা খাঁর সাহায্যে প্রেরণ করিলেন। যশোবন্ত উপস্থিত হইতে না হইতেই দুর্দ্দান্ত নিত্যজী পলকর ঔরঙ্গাবাদ অহমদনগর এবং তৎসমীপস্থ দেশসকল একেবারে ভস্মাবশেষ করিয়াছিল। অনন্তর তথায় উপস্থিত হইয়াই যশোবন্ত তাহার পথ প্রতিরোধার্থে এক দল সৈন্য প্রেরণ করেন, তাহাতে নিত্যজীর অনেক লোক বিনষ্ট হয়, এবং তিনি স্বয়ংও আঘাতী হইয়া পলায়নপরায়ণ হইয়াছিলেন।

তৎকালে শাইস্তা খাঁ পূনানগরে দাদাজী কোনদেওকর্ত্তৃক নির্ম্মিত এক সুরম্য ভবনে বাস করিতেন। শিবজীকে নিকটস্থ জানিয়া আত্মরক্ষার নিমিত্ত তথায় এরূপ ঘোষণা প্রচার করেন যে কোন সশস্ত্র মহারাষ্ট্রীয় তাহার অনুমতি ব্যতিরেকে পূনানগরে প্রবেশ করিতে পারিবেক না; এবং বাদশাহের অধীন ব্যতীত অন্য কোন মহারাষ্ট্রীয় অশ্বারোহিকে সৈন্যদলে নিযুক্ত করা যাইবেক না। তাঁহার এই সমুদয় সদুপায় পরে নিষ্ফল হয়। শিবজী অতি গুপ্তভাবে মোগলাধীন এক জন মহারাষ্ট্রীয় পদাতির সহায়তা অবলম্বন করিয়া দ্বিযামা রজনীযোগে পূনা-প্রবেশপূর্ব্বক শাইস্তা খাঁর ভবনে উত্তীর্ণ হন; তথায় তৎপুত্র আবুলফতে খাঁ এবং তাহার প্রহরী কয়েক জনকে সংহার করিয়া সিংহগড়ে প্রত্যাবৃত্ত হন। এবম্প্রকার আরো দুই একবার পরাভব জন্য শাইস্তা খাঁ হতাশ হইয়া বিপদ্ ও দুঃখ কূপে নিমগ্ন হইলেন। অপর যশোবন্ত সিংহের ও তাঁহার মনের অকৌশল ঘটিয়াছিল। অওরঙ্গজেব কাশ্মীরর(?)জ্যে যাত্রা করিবার সময় তাবৎ বৃত্তান্ত অবগত হইলেন, এবং তাহাদের উভয়কেই স্বসমীপে আহ্বান করিয়া যুবরাজ সুলতান মঅজ্জমকে দক্ষিণ রাজ্যের অধিপতি করিলেন। কিছুদিন পরে শাইস্তা খাঁ এবং তৎসহকারী যশোবন্ত উভয়েই পুনরায় পূর্ব্বং পদে নিযুক্ত হন।

শিবজী কখন মনোগত ভাব প্রকাশ করিতেন না; বরং মিথ্যাজালে আবৃত করিয়া গোপনেং কার্য্য সিদ্ধি করিতেন। তিনি মনেং সুরটরাজ্য জয় করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা ব্যক্ত না করিয়া পার্শ্ববর্ত্তী

এক দল পোর্ত্তুগীস সৈন্য আক্রমণ করিবে বলিয়া সৈন্য-সংগ্রহ-পূর্ব্বক রাত্রিযোগে অর্চ্চনার ছল করিয়া এক মন্দির মধ্যে প্রবেশ করেন। পরে তাবৎ লোক নিদ্রাভিভূত হইলে তিনি নির্ব্বিঘ্নে চারি সহস্র অশ্ব-সমভিব্যাহারে সুরটরাজ্য আক্রমণপূর্ব্বক অল্পকালমধ্যে লুট করিয়া বিপুল ধনসঞ্চয় করেন। সুরটরাজ্য-হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলে পর তাঁহার পিতা শাহজীর পরলোক-বার্ত্তা প্রচারিত হয়। তিনি তৎকালে তানজোর ও অন্যান্য প্রদেশের কর্ম্মাধ্যক্ষ ছিলেন। পিতৃ-সৎকারের পর সিংহাসনারূঢ় হইয়া শিবজী স্বনামে মুদ্রা প্রচলিত করেন।

বর্ষার প্রারম্ভেই নিতাজী পল্‌কর অসামান্য জয় লাভ করিয়া দিগ্দিগন্তর হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। শিবজীর রণপোতস্থ নাবিকেরাও মক্কাতীর্থ-গমনোন্মুখ কএকখান মোগলদিগের অর্ণবযান ধৃত করিয়া বলপূর্ব্বক অনেক ধন অপহরণ করিয়াছিল; এবং শিবজীও অহমদনগর অওরঙ্গাবাদ ও আর২ দেশসকল জয় করিয়া দক্ষিণ রাজ্যস্থ বাঙ্গালোর গোয়া এবং গোকর্ণ প্রভৃতি স্থান পর্য্যন্ত বাহুবল বিস্তার করিয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহার প্রভুত্ব ও প্রতাপের আর ইয়ত্তা রহিল না। কিন্তু ভাগ্য কখন মনুষ্যের চিরায়ত্ত থাকে না। শিবজী পোতারোহণে রাজগড়ে আসিবার সময় প্রতিকূল-বায়ু নিবন্ধনে বিলক্ষণ কষ্ট পাইয়াছিলেন; এবং জাহাজ-হইতে অবতীর্ণ হইয়াই জয়সিংহ এবং দেলের খাঁ নামক বিখ্যাত দুই জন বিপক্ষসেনানীকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলেন।

অওরঙ্গজেব যে এত কাল সুস্থির হইয়া রহিয়াছি

লেন ইহাই অতি আশ্চর্য্য বলিতে হইবেক। পরন্তু এ বিষয়ে তাঁহার নিতান্ত দোষ দৃষ্ট হয় না। তাঁহার বিপন্নাবস্থা, অন্যায়লব্ধ রাজ্যজন্য ভয়, এবং সংশয়াপন্ন চিত্ত—এই সকল কারণ-বশতঃ তিনি শিবজীর অশান্ত প্রকৃতিকে প্রশ্রয় দিয়াছিলেন। সে যাহা হউক, শিবজীর রাজা উপাধি প্রচারে, ও স্বনামে মুদ্রা প্রচলিত এবং সুরটরাজ্য উচ্ছেদকরণে, যত না ক্রোধের সঞ্চার হউক, মক্কাতীর্থ-যাত্রিদিগের ধনাপহরণ এবং তাহাদিগের উপর বিবিধ প্রকার অত্যাচার জন্য তাঁহার তদধিক কোপ জন্মিয়াছিল। জাতিধর্ম্ম রক্ষা করা আস্তিকের এক প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম, এই বিবেচনায় অওরঙ্গজেব শিবজীর গর্ব্ব খর্ব্ব করণে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেন।

জয়সিংহ এবং দেলের খাঁ পূর্ব্বে অওরঙ্গজেবের একরূপ বিপক্ষতাচরণ করিয়াছিলেন এজন্য বাদশাহ্ তাহাদিগকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতেন না। কিন্তু শিবজীর ক্ষমতাকে সংযত করণে যে তাহারা সম্যক্ সমর্থ হইবেক তাহা তাঁহার স্থিরসিদ্ধান্ত ছিল। পরে কোন গোল উপস্থিত হয় এই আশঙ্কায় জয়সিংহ্ সমর-যাত্রা করিলে পর তিনি তৎপুত্র রামসিংহকে রাজ্যমধ্যে পিতৃপ্রতিভূস্বরূপ অবস্থিতি করিতে আদেশ করেন। শিবজী এবিষয়ের বাষ্পও জানিতেন না। জয়সিংহ বৈশাখ-মাসের প্রথমেই পূনা-দেশে উপস্থিত হইয়া পুরন্দরপুর বেষ্টনপূর্ব্বক দেলের খাঁকে তথায় রাখিয়া স্বয়ং সিংহগড় আক্রমণ করিয়া রাজগড় পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। শিবজী সমুদ্রকূলহইতে প্রত্যাগত হইয়া জয়সিংহের আগমন-বার্ত্তা শুনিতে পাইলেন

এবং অবিলম্বেই রাজগড়ে উপস্থিত হইয়া তাহার প্রধান২ মন্ত্রিদিগের সহিত পরামর্শ স্থির করিতে লাগিলেন। প্রত্যুত জয়সিংহের যেরূপ যশঃ-প্রভাব ও সৈন্যবল তাহাতে এবম্ভূত আকস্মিক দুর্ঘটনা জন্য শিবজী ও তৎপরামর্শি বর্গের অন্তঃকরণে যে অসামান্য ভয় ও চিন্তার আবির্ভাব হইবে, সন্দেহ কি? এতাদৃশ শিবজীর চিত্ত-বৈকল্যের আর এক প্রধান কারণ ছিল। প্রবাদ আছে যে এক রজনীযোগে তিনি স্বপ্নাবস্থায় ভগবতী ভবানী দেবীকর্ত্তৃক প্রত্যাদিষ্ট হয়েন যে জয়সিংহের হস্তে তাঁহার কোন অব্যাহতি নাই; তদবধিই তিনি একপ্রকার হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু শিবজী ও তাঁহার অনুচরগণ যত ভীত হউক না কেন, পুরন্দরপুরের দুর্গস্থ সৈন্যব্যূহের সেরূপ ভয়সঞ্চার হয় নাই। তত্রত্য সেনাধ্যক্ষ বাজীপ্রভু সমধিক মাওলী সৈন্যদ্বারা দুর্গ সংরক্ষিত করিয়াছিলেন। দেলের খাঁ মৃত্তিকা খনন করত সুড়ঙ্গদ্বারা দুর্গমধ্যে প্রবিষ্ট হইবার জন্য অনেক চেষ্টা পাইয়াছিলেন, কিন্তু কোন ক্রমেই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। বর্ষাতিপাতের সময় উপস্থিত হওয়াতে তিনি স্বগণসহ প্রস্থান করেন। শিবজী বিপৎকালে অতিশয় নম্রতা প্রকাশ করিতেন। এইক্ষণে তিনি পূর্ব্বতন-কৌশল অবলম্বন করিয়া কিরূপে মোগলাধিপের মনোরঞ্জন করিবেন, তাহারই উপায় স্থির করিতে লাগিলেন। এই কল্পনায় তিনি রঘুনাথপন্থকে জয়সিংহের নিকট প্রেরণ-পূর্ব্বক সান্ধিসূচক কতিপয় প্রস্তাব উত্থাপন করেন; তাহাতে জয়সিংহ ব্যক্ত করেন যে শিবজীর প্রবঞ্চনা ও মিথ্যাকথন-

কল্পে কোন বিশেষ প্রমাণ প্রদর্শিত না হইলে তাহার প্রস্তাবিত কোন বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস হইতে পারে না। ইত্যবসরে শিবজী রাজগড়হইতে প্রতাপগড় তথা জাওলীতে স্থানান্তরিত হইয়া পরে অল্প দলবল সহিত ভূধর পার হইয়া একেবারে জয়সিংহের শিবিরে উপস্থিত হইলেন। জয়সিংহ শিবজীর সহিত সমাদর-পূর্ব্বক সম্ভাষণ করিয়া কিয়ৎক্ষণ কথোপকথনের পর স্বশিবিরের অবিদূরে তাঁহার বাসস্থান সংস্থাপিত করিলেন। পর দিবস শিবজী দেলের খাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নানা কাতরোক্তি এবং বিনতি-গর্ভ বচনে তাঁহার কোপ শান্ত করিয়া সন্ধি করিবার দিবস ও স্থল ধার্য্য করিলেন।

ইহাতে কিয়ৎকাল যুদ্ধের বিরাম হইল, এবং সন্ধির নিয়মানুসারে শিবজী ন্যূনাধিক ৩২টা দুর্গ এবং সিংহগড় পুরন্দরপুর প্রভৃতি অধিকৃত নানা দেশ পরিত্যাগ করিয়া প্রায়ঃ নিঃস্ব হইয়া পড়িলেন। অবশিষ্ট যাহা কিছু ছিল তৎসমুদায়ই বাদশাহের শাসনাধীন হইল। পরে তিনি কেবল রাজ্যচ্যুত হইয়াছিলেন, এমত নহে, তাঁহাকে বাদশাহের একপ্রকার আনুচর্য্য করিতে হইয়াছিল, এমন কি বিজাপুরাধিপতি অলী অদল শাহের সহিত যে এক সংগ্রাম উপস্থিত হয়, তাহাতে বাদশাহের পক্ষে শিবজী নিতাজী পালকর প্রভৃতি কতিপয় মহারাষ্ট্রীয় যোদ্ধা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই যুদ্ধে শিবজী এক জন পদাতিক সৈন্যের ন্যায় যুদ্ধ করিয়া বিশেষ সাহস ও বল প্রকাশ করেন। অওরঙ্গজেব তাঁহার চরিত্রের সাধুবাদ করিয়া তাঁহাকে এক পত্র লেখেন ও তাঁহার সম্ভ্রম রক্ষার্থে পুরস্কার করিবার অঙ্গীকার ব্যক্ত-

করিয়া তাঁহাকে সমুচিত খেতাব প্রদানের
রাজসভায় নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠান।
শিবজী ও জয় সিংহের বিশেষ প্রণয়-সম্বন্ধ হই
অতএব জয়সিংহের পরামর্শে এবং ভরসাতে শিবজী দিল্লী-সন্দর্শনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন, এবং আপন গমন-বার্ত্তা প্রচার করিবার ছল করিয়া কেবল বাদশাহের চরিত্র এবং কার্য্যসকল জ্ঞাত হইবার জন্য রঘুনাথপন্তকে পূর্ব্বে তথায় প্রেরণ করিলেন। পরে আপন প্রধান২ সেনানীবর্গকে সম্পূর্ণ ক্ষমতা দিয়া এবং রাজ্যশাসন করিবার রীতি ও পদ্ধতির শিক্ষা প্রদান করিয়া স্বীয় পুত্র শম্ভাজী সমভিব্যাহারে তিনি ইংরাজী ১৬৬৬ সালের মার্চ্চ মাসে পাঁচশত অশ্ব এবং এক শত মাওবালি সৈন্যের সহিত দিল্লীতে যাত্রা করিলেন। তত্রত্য একস্থানে উত্তীর্ণ হইলে পর জয়সিংহের পুত্র রামসিংহ এবং আর এক জন সামান্য রাজকর্ম্মচারী বাদশাহের আদেশে তাঁহার আহ্বানার্থে প্রেরিত হয়। শিবজী এই অবজ্ঞাসূচক ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হইলেন, কিন্তু তাহা প্রকাশ করেন নাই। পরে রীতিমত উপঢৌকন প্রদানান্তর বাদশাহের সাক্ষাৎকারার্থে উপস্থিত হইলে পর সাধারণ লোকের সহিত তাঁহার বসিবার স্থান নিরূপিত হওয়াতে তিনি এতাদৃশ অবমাননা অসহ্য বোধে পার্শ্ববর্ত্তী জনসমূহদ্বারা আপন অভিপ্রায় বাদশাহের কর্ণগোচর করেন; তাহাতে বাদশাহ ক্রুদ্ধ হইয়া সভাভঙ্গের পর প্রচার ক[illegible]
শিবজী [illegible]র রাজবাটীতে প্রবেশ করিতে না [illegible]
তচ্ছ্রবণে শিবজী শঙ্কিত হইয়া রঘুনাথপন্থকে বাদশাহের নিকট প্রেরণপূর্ব্বক তাঁহার [illegible] আগমনের ক

ক্ত কৃতো ুকার জন্য অঙ্গীকৃত পুরস্কারা-
উল্লেখ করেন, এবং তত্রত্য জল, বায়ু, তাঁ-
রীরিক সুস্থতা-পক্ষে নিতান্ত অপকারক বলিয়া
দেশপ্রতিগমনের নিমিত্তও অনুমতি প্রার্থনা করেন। ঔরঙ্গজেব ইহাতে যথোচিত মনোযোগ প্রদান করেন নাই, বরং শিবজী পাছে অজ্ঞাতসারে পলায়ন করেন এই আশঙ্কায় তদ্রক্ষার্থে প্রহরী নিযুক্ত করেন, এবং তাঁহার সমভিব্যাহারী অনুচর ও ভৃত্যগণকে বিদায় দিয়া তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে হস্তগত করিয়া রাখেন। ফলতঃ ইহাতে শিবজীর মঙ্গলই হইয়াছিল, যে হেতুক স্বজনগণদ্বারা জড়ীভূত না হইয়া একপ্রকার স্বাধীনতা লাভপূর্ব্বক শিবজী নিঃশঙ্ক আত্মরক্ষার সদুপায় ও কৌশল চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি মধ্যেং রাজ্যস্থ ভদ্রলোকদিগের বাটীতে গমনাগমন করিতেন, এবং তাহাদিগকে উপঢৌকন প্রদান-দ্বারা আপনপক্ষে আনিবার চেষ্টা পাইতেন। এবম্প্রকারে দেশীয় সম্ভ্রান্ত লোকদিগের সহিত বিশেষ প্রণয় হইলে তিনি এক দিবস পীড়ার ছল করিয়া চিকিৎসকের অনুসন্ধান করেন, এবং ঔষধাদি সেবনদ্বারা শীঘ্রই মহাপীড়িত বলিয়া সর্ব্বত্র ব্যক্ত করেন। ঐ সময়ে একং ঝুড়ি করিয়া নানাবিধ মিষ্টান্ন দ্রব্য তাঁহার আত্মীয় লোক-দিগের ভবনে প্রেরণ করিতেন, অথবা তত্রত্য মঠস্থ ···দিগকে বিতরণ করিতেন। কিছু দিন অতীত ··· ·র এক দিন সন্ধ্যাকালে শিবজী পুত্রে উক্ত প্রকার দুইটা ঝুড়িতে উপবেশনপূর্ব্বক মিষ্টান্ন ··কম্প হইয়া দিল্লীর প্রান্তরস্থিত কোন গুপ্ত স্থানে

নীত হইলে পর তথাহইতে এক সুসজ্জীকৃত অশ্বারোহণে মথুরায় উত্তীর্ণ হইয়া তাঁহার কতকগুলি অনুচর ব্রাহ্মণ এবং পরম মিত্র তানাজীমালুশ্রের সহিত সাক্ষাৎ করেন। শম্ভুজী তৎকালে পুনাদেশে এক ব্রাহ্মণগৃহে কএক মাস বাস করিয়া শেষে দক্ষিণরাজ্যে সমাগত হন। শিবজীর পলায়নের সংবাদ পর দিবস বেলাতিক্রমে গোচর হইল, সুতরাং তৎকালে তাঁহাকে ধৃত করিবার চেষ্টা সম্পূর্ণ নিষ্ফল হইয়াছিল। এইরূপে তিনি প্রচ্ছন্ন বেশে নয় মাস অতিবাহিত করিয়া পরিশেষে রাজগড়ে আসিয়া উপস্থিত হন। তাঁহার অনুচর সকলে গোসাঁই রূপ ধারণ করিয়া নানা তীর্থ ও ধর্ম্মস্থান পর্য্যটন-পূর্ব্বক শেষে দক্ষিণরাজ্যে প্রত্যাগত হইয়াছিল।

এ দিকে জয়সিংহ বিজয়পুর আক্রমণ করিবার অভিপ্রায়ে অগ্রসর হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু বিপক্ষাশ্বসেনা কর্ত্তৃক নিয়তই ভগ্নোদ্যম হইতেন। তাঁহার সৈন্যের আহারীয় দ্রব্যাদির পথ রুদ্ধ, এবং জলাভাব ও পীড়া হওয়াতে সকলে ক্লিষ্ট হইয়াছিল। মোগলদিগের এবম্ভূত মৃদুগতি ও প্রতিহত পরাক্রম সন্দর্শন করিয়া গলকণ্ডাধিপতি বিজয়পুরের সাহায্যে এক দল সৈন্য প্রেরণ করেন। কুতব শাহের রাজধানীস্থ এক জন সম্রাটের দূত এ বিষয়ে বিলক্ষণ আপত্তি উত্থাপন করিয়া ভয়প্রদর্শন করেন, কিন্তু জয়সিংহকে কোন সাহায্য প্রদান করা কিম্বা তাহার সৈন্যদিগের রক্ষার উপায় সম্পাদন করা তাঁহার মনোমধ্যে একবারও উদয় হয় নাই। জয়সিংহ এরূপ নিরাশ্রয় ও দুরবস্থ হইয়া ঔরঙ্গাবাদে প্রস্থান করিলেন। তিনি লোহগড়, সিংহগড়

পুরন্দর এবং কর্ণাট রাজ্যস্থ মাহোলী প্রভৃতি দুর্গসকল প্রবলসৈন্যব্যূহদ্বারা সংরক্ষিত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু আরোপস্থ ও স্বয়ং শিবজীর উপস্থিত বার্ত্তা প্রচার হইলে ঐ সকল সৈন্যেরা দুর্গসকল পরিত্যাগ করিতে প্রণোদিত হইল।

ঔরঙ্গজেব শিবজীর পলায়ন জন্য অতিশয় ভীত হইয়াছিলেন এবং রামসিংহ তাহার সহায়তা করিয়াছেন সন্দেহ করিয়া জয়সিংহকে রাজদ্বারোন্মুখ হইতে নিষেধ করেন। ঔরঙ্গজেব জয়সিংহকে উক্ত পরাজয় হেতুক পদচ্যুত করিয়া তৎপদে যুবরাজকে অভিষিক্ত করেন, এবং যশোবন্ত পূর্ব্বের ন্যায় তৎসহকারিতা করিতে লাগিলেন। জয়সিংহ বাদশাহের রাজধানীতে আসিতেছেন, এমত সময়ে পথিমধ্যে পরলোক প্রাপ্ত হন। তাঁহার মৃত্যুতে ঔরঙ্গজেব যথার্থ সমরদক্ষ এক জন শ্রেষ্ঠ সেনানীভ্রষ্ট হইয়াছিলেন। এস্থলে ইহা বলা আবশ্যক যে ঔরঙ্গজেব দৌর্ভাগ্যবশতই হউক বা গ্রহবৈগুণ্যেই হউক তাঁহার প্রধান সেনানীদিগের নিকট কখন সম্প্রীতি লাভ করিতে পারেন নাই। তিনি বিজয়পুর জয় করিবার পুনরুদ্যম করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার উত্তর রাজ্যে কোন সঙ্কট উপস্থিত হওয়াতে আপাততঃ এবিষয়হইতে ক্ষান্ত হইয়া উত্তর প্রদেশে গমন করেন।

শিবজীর চরিত্র।

অষ্টম অধ্যায়।

স্থলতান মোঅজ্জমের দক্ষিণ-যাত্রা ও শিবজীর সহিত সদ্ভাব। শিবজীকে বিজয়পুরের কর আদায়ের ভারার্পণ। তাঁহার সৈন্যের সুশৃঙ্খলা ও রাজনিয়ম। আপন পুত্রের প্রতি বাদশাহের অসন্তোষ। শিবজীর সহিত পুনর্ব্বিবাদারম্ভ। সিংহগড়ের আক্রমণ। তানাজী মালুশ্রের মৃত্যু। অন্নজী দত্তদ্বারা লুটের ধনসঞ্চয়। শিবজীর অভিষেক ও রাজ্যপ্রণালী। তাঁহার উৎকট রোগ ও দক্ষিণরাজ্যে নিষ্ফল যুদ্ধযাত্রা। তাঁহাকর্ত্তৃক স্বীয় ভ্রাতা বঙ্কজীর রাজ্যাপহরণ। শিবজীর মৃত্যু। তাঁহার মহিমা।

যুবরাজ স্থলতান মোঅজ্জম ও তৎসহকারী যশোবন্ত সিংহ এতদুভয়ে দক্ষিণ রাজ্যে পুনর্নিযুক্ত হওয়াতে শিবজীর অভীষ্ট সাধনবিষয়ে সুবিধা হইয়াছিল, যেহেতুক শেষোক্ত ব্যক্তির নিকট পূর্ব্বে দিল্লীতে তিনি একবার পরিচিত হইয়াছিলেন। যশোবন্ত অতি সম্ভ্রান্ত হইয়াও রজপূতজাতির স্বভাব সুলভের পরবশ হওয়াতে বাদশাহ তাঁহার প্রভুপরায়ণতা-বিষয়ে সন্দেহ করিতেন। স্থলতান মহম্মদ সংস্বভাব এবং রাজবংশসম্ভূত শৌর্য্য ধৈর্য্য বদান্যতা প্রভৃতি গুণসমূহে অলঙ্কৃত ছিলেন বটে, কিন্তু তাৎকালিক হস্মদীয় ভূপতিচয়ের অচিরলব্ধ কাম ও প্রমোদ প্রয়াসী হওয়াতে সুতরাং রাজকার্য্য-বিষয়ে যশোবন্ত সিংহের [illegible] ছিলেন, এবং তাঁহারই পরামর্শে চলিতেন। শিবজী কৌশলক্রমে স্থলতানরাজের প্রণয়লাভপূর্ব্বক বাদশাহের প্রীতি সম্পাদন-পুরঃসর এক ২ করিয়া অনে

অ...হৃত রাজ্য পুনরুদ্ধৃত করিয়া লয়েন; এমনকি কেবল সিংহগড় ও পুরন্দরপুর এই দুই দুর্গ ব্যতীত ...া, চাকন, ও অন্যান্য প্রদেশসকল তাঁহার সংস্থান ভূত হইয়াছিল। প্রথমতঃ বোধ হয় যে শিবজীর প্রতি বাদশাহের এতাদৃশ অনুগ্রহপ্রকাশ কোন ভাবি গূঢ়াভিসন্ধির সোপান হইবে, কিন্তু তন্নং করিয়া দেখিলে তাঁহার অসূক্ষ্মাদর্শিতা ও ভীরুতাই স্পষ্ট অনুভূত হয়। প্রস্তাবিত সময়ে ঔরঙ্গজেব আগ্রানামক নগরীতে আলী আদিল শাহের সহিত সন্ধি সম্বন্ধ করেন। তাহাতে শাহ আবদুল হসন্ নামা তদানীন্তন বিজয়পুরাধিপতি বার্ষিক দেড় লক্ষ মুদ্রার ন্যূনাধিক উপস্বত্ব প্রাপণীয় এক রাজ্য সমর্পিত করেন। শিবজী ইত্যবসরে যশোবন্ত সিংহ ও ...লতান যুবরাজের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বিজয়পুর ও গলকণ্ডা এই দুই রাজ্যের অধিকারের অভিমত প্রকাশপূর্ব্বক বিজয়পুর-রাজ্যহইতে ...র আদায় করিতে আরম্ভ করেন। পরে ...ত্য মন্ত্রিপুত্র অবদুল মুহম্মদ বার্ষিক তিন লক্ষ মুদ্রা প্রদানের অঙ্গীকার করাতে তাহাহইতে বিরত হয়েন; পরন্তু মুসলমানদিগের এরূপ বিজাতীয় জাতিবৈরিতা ছিল, যে কোন হিন্দুরাজের অধীনতা স্বীকার ...রা নিতান্ত হেয়জ্ঞান করিয়া এবিষয় তাহারা ...কাশ্য রাখিয়াছিল। যাহাহউক শিবজী ক্রমে কুতবশা...র নিকটহইতে সন্ধির নিয়মানুসারে পাঁচ লক্ষ মুদ্রা বার্ষিক আদায়ের সংস্থান করিয়া লয়েন। অপর তিনি দক্ষিণরাজ্যের অপ্রশস্তাবস্থা সন্দর্শনে তত্রস্থ ...য়া ও জিঞ্জীরা অধিকার করণার্থ যত্নবান হইয়া-

ল তাহা ইংরাজদি
ত সিদ্ধ করিতে পারেন
এই দুই বৎসর শিবজী নিষ্কণ্ট
া অভিবাহিত করেন। তাঁহার
াহাকে এরূপ কর্ম্মহীন দেখিয়া
তাঁহার ক্ষমতা হ্রাস পাইতেছে,
নিজ রাজ্যশাসনের নিয়মসকল
ং সৈন্যদিগের সংস্থিতি ও অস্ত্র
্যা বিষয়ে নানা শিক্ষার প্রদানে
শিবজীর সুকৌশল-সম্পন্ন বুদ্ধির
যে তাহারই নীতি ও রাজনিয়-
য় এমত নহে, তাৎকালিক মহা-
তদীয় যে সকল শাসনপ্রণালী
দ্যাবধিও সমালোচিত হইতেছে,
নুসন্ধান পাওয়া যায়। এস্থলে
পি শিবজীর সংস্থাপিত নিয়
ত রীতির অনমুযায়ী তথা
সুচারু রূপে সম্বদ্ধ হইয়াছিল
াহারও অসন্তুষ্টির কারণ ছিল না।
সৈন্যই তাঁহার পরাক্রমের মূল
কল সংর
াহারা
দিগের
ত।
য়ুহ

হাদিগের নাম নায়েক,
এক এক হাবলদার ছি
ন্যে। অধ্যক্ষকে জুমলাদার
সহস্র সৈন্যের অধিপতিকে এক
শিবজীর দুই প্রকার অশ্বারোহি
পর সিখিদার। বর্গীরাই নিয়
এবং তাহাদিগের পরাক্রম ও স
সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল। প্রত্যেক
সৈন্যের এক এক হাবলদার,
দার এবং পাঁচ জুমলা অর্থাৎ ৬
সুবাদার ছিল। সুবদারদিগের
লেখক এবং তৎপরীক্ষক এক ব্যা
অর্থাৎ ৬২৫০ অশ্বারোহি সৈ
হাজারি কহে; ইহাদিগেরও
লে। ইহাদিগের এক২ জন
চরদূত (গোয়েন্দা) থাকিত।
ার নাম হাইয়াজী। কথি
বীকর্ত্তৃক প্রত্যাদিষ্ট যাবতী
এই সুচতুর ঐন্দ্রজালিক পুরুষের
শিবজীর রাজ্যশাসন নিয়ম
হল, এবং তাহাতে ইহাই প্র
স্থানে বিদ্যাবিহীন হইয়াও
সকল সুশাসিত হইতে পা
ীর এতাবৎ কাল যুদ্ধহই
গল-রাজ্যের

ও বাদশাহের সহিত সমরে অ...
স্বোপার্জ্জিত দেশ ভোগেই সন্তুষ্ট
উপঢৌকন ও দানের দ্বারা যত
জ্জমের প্রীতি লাভের প্রত্যাশা
সুলতান মোঅজ্জম ও যশোবন্ত
বজীর নিকটহইতে যথেষ্ট ধন
সর্ব্বত্র প্রচারিত ছিল, সুতরাং
র্ণগোচর হইবাতে তিনি স্বীয়
কার্য্যে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া এক
জী প্রতাপরাও গূজর, ও তদ্দ-
গকে হস্তগত করিবার বিশেষ
; ইহার কোন মতে অন্যথা
ছিল। সুল্‌তান ইতিপূর্ব্বে
মনুসন্ধান-দ্বারা অবগত হইয়া
শবজীর এক জ... ... দূ
ধুর-পলায়নে পরামর্শ প্রদা
ভিমুখে গমন করিল। শিব-
াইয়া স্বীয় ভীষণমূর্ত্তি ধারণ
ধরাত

য়।।এতে সিংহগড় আক্রম। করি
দ্দিক বিলক্ষণ রূপে স-রক্ষিত
্য ক্লেশ স্বীকার করিতে হই
বীর্য্য প্রকাশ করিয়াও পরিশে
মধ্যে জীবন পর্য্যন্তও সমর্প
তাঁহার মৃত্যুতে তদীয় ভ্রাতা
অধ্যবসায়ারূঢ় হইয়া অবশিষ্ট
তেজঃপুঞ্জ-প্রকাশপূর্ব্বক যুদ্ধ ব
"হর হর" শব্দে গগনমণ্ডল আ
করিলেন। শিবজী-জয় ঐ বা
ন্দিত হইয়াছিলেন বটে, কি [redacted]
মৃত্যু-সংবাদে শোকার্ত্ত হই
সিংহকে নষ্ট করিয়া কেবল
প্রাপ্ত হইলাম। আমরা একা
ট, কি হায়! প্রিয় সুহৃ
একে একেবারে হারাইলাম!"
শিবজী, প্রতাপরাও গূজর
চাকন পুরন্দর ও কণথল প্র

মস্ত স্থানে যে সকল কো
ইত এই দিগ্বিজয়ী সৈন্যদল
করিয়া লইত, এবং তত্রত্য
হইতেও তাহারা অম্লান সাত
সুতরাং শিবজীর আর ঐশ্ব-

...ও মহারাজ উপাধি প্রাপ্ত
চলিত করিতেছিলেন; এক্ষণে
প্রায়ে রাজসভাসকল নিঃশঙ্ক
স্বনামে অব্দ প্রচলিত করিবার
বং শাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিতদিগের
লাগিলেন। গল্প আছে যে
জন শাস্ত্রী ভবানী দেবীক
রাণসী ধামহইতে আ
পার সমাধা-করণে
স্ত্রোক্ত নানা
জুন শিব
হৃবিয়ে

এইরূপে কিছুদিন গত হই
ধ্যক্ষ দিলৈর খাঁ শিবজীর অ
উপস্থিত করাতে তিনি পূর্ব্ব
কাল প্রাপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার
তিনি পানালা অধিকার করণ-
সুদৃঢ় দুর্গ প্রস্তুত করাইলেন।
রোগাক্রান্ত হইয়া সেতারা দেশে
অবস্থিতি করিতে হইয়াছিল।
গণ পরিবেষ্টিত হইয়া যুদ্ধবিষয়
করিতেন; ফলতঃ পীড়া হইতে
দক্ষিণ-রাজ্য-লাভে লোলুপ হই
করেন। এই ব্যাপারে তিনি
ন নাই যেহেতুক তৎকালে
বই লোভ ছিল; কেবল
হস্তগত করিয়াছিলে
যে সকল জায়গী
র করাতে
জীর
হ

সালের আপ্রেল ম'স মান-
মৃত্য সময়ে তাঁহার ত্রি৭৯

সাধারণ পুরুষ ছিলেন তাহা
ত হইবেক। তাঁহার কোনং
না বটে, কিন্তু ইতিবৃত্তমধ্যে
পদবী প্রাপ্ত হইবার যোগ্য,
যখন আমরা চিন্তা করি যে
মাওলী সৈন্য সংহতি বন ও
লন করিতেছেন—যখন আমরা
জল বায়ু প্রভৃতির অসদ্ভাব ও
ভাব অতিক্রম করিয়া সমভিব্যা-
শ্বাস সাহসে উত্তেজিত করিতে-
ন্তা করি যে তিনি সময়োচিত
দ্ধের নূতনং সন্ধান আবিষ্কৃয়া
মরা চিন্তা করি যে তিনি বুদ্ধি-
র-প্রবাহমধ্যে শান্তিপ্রায়িনী
করিতেছেন—তখন আমরা
এবং ঐশ্বরিক গবের প্রকাশ
তাঁহার দেশীয় লোকেরা

পত্তিবিরু{ঃ} কার্য্য করিয়াছিলেন,
-পর৷শির সহিত তত্তা২ তুল
স। ভবানীনামা যে ভীষ, তঃ
যুদ্ধে বিজয়ী হইয়াছিলেন, অদ
দেশাধিপতিকর্ত্তৃক মহাযত্নে
হইতেছে।

সম্পূর্ণ।